অম্বা নাটক।

শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষ দ্বারা
প্রণীত ও প্রকাশিত।

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET,
1895.

মূল্য ৸৹ বার আনা।



অম্বা নাটক।



প্রস্তাবনা।

নট। প্রিয়ে! যদি সজ্জিত হইয়া থাক, শীঘ্র আইস; সভ্যগণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। অভিনয় আরম্ভ করি।

নটী। এই হইল, নাথ। আসিতেছি।

নট। উদয়ে বিলম্ব করিওনা। সভ্যগণকে বলিয়াছি আমার প্রিয়া পূর্ণচন্দ্র। তাঁহারাও তোমায় দেখিতে কৌতূহলী হইয়াছেন। বিলম্ব হইলে মনে করিবেন তুমি পূর্ণিমা নও কৃষ্ণ পক্ষের কলা মাত্র।

নটী। (হাসিয়া হাসিয়া) এই আমি আসিলাম। সভ্যগণ দেখুন তুমি পুরুষ প্রবঞ্চক। আমি চন্দ্র নহি, রম্ভা নহি, সামান্য নটী।

নট। প্রিয়ে, আমি অসত্য বলি নাই ; তোমাকে দেখিলে যে প্রীতি জন্মে সেই প্রীতিতুলনায় চন্দ্র বলিয়াছি।

নটী। নাথ প্রীতির কথা আর তুল না। পুরুষের প্রীতি অস্থির। নারীকে জ্বালাইবার জন্যই পুরুষ জন্মিয়াছিল।

নট। সে কি এ নূতন কথা প্রিয়ে ?

নটী। এ নূতন কথা ? অম্বার কথা নূতন ?

নট। অম্বার কথা কি ?

নটী। তোমরা কি এত ভোলা জাত ! আজই অভিনয় কর্‌বে বলিলে—আজই ভুলে গেলে ?

নট। হাঁ মনে হয়েছে। অভাগিনী কাশীরাজ দুহিতা। সেরূপ সতী কি এখন আর জন্মে ? সেরূপ বীর, সেরূপ নারী, সে ভারত, সে গৌরব কোথায় ? যখন মনে হয়, রোমাঞ্চ হয়, জীবনে ধিক্ জন্মে। আমরা বৃথা—বৃথা এই ভারতভূমি কলুষিত করিতে কাপুরুষ জন্মিয়াছিলাম। আমরা বৃথা নর নাম ধারণ করি।

নটী। (হাসিয়া) রণক্ষেত্রে না হও আমাদের কাছে এখনও তোমরা এক একটী বীর—মহাবীর।

নট। প্রিয়ে, নিন্দায় কাজ নাই। এখন কলকণ্ঠে একটু আমোদিত কর। পণ্ডিতগণ শুনিতে উৎসুক।

নটী। আমিত কালিদাসের কোকিলা নয়, কলকণ্ঠ কোথা পাব ?

নট। প্রিয়ে, এত মধুমাস, আম্রমুকুল ফুটিয়াছে ; অপরাহ্ণ বায়ু সুখসেব্য ; তবে কোকিল ডাকে না কেন ?

ডাকুক, আমি সভ্যগণকে দেখাই আমার প্রিয়ার কণ্ঠ কোকিল কণ্ঠের অনুকারী কি নয়।

নটী। আমি কোকিল বড় ভাল বাসি; আমার মন বড় চঞ্চল হয়, (কোকিলের কলরব) ঐ নাথ সত্যই ডাকিল চল চল নিকটে গিয়া দেখি।

নিষ্ক্রান্তা।

নট। দাঁড়াও দাঁড়াও, আমিও সঙ্গে আসি। যেন কোকিল তলায় অম্বার মত মন হারিয়ে না ফেল।

নিষ্ক্রান্ত।





প্রথম অঙ্ক

কোকিলের কলরব।

অম্বালিকা। দিদিমণি, দিদিমণি, এই আমের গাছে বসিয়া কোকিল ডাক্‌ছে। (অম্বিকার প্রবেশ) তুমি বল্‌ছিলে পেয়ারা গাছে; দেখ দেখি, দেখ্‌ছনা ঐ ডালের ভিতর।

অম্বিকা। কৈ না? মিথ্যা কথা। এ গাছে না, ঐ গাছে ডাকে।

(কোকিলের কলরব)

অম্বালিকা। দেখ্‌ছনা, ঐ ডালের ভিতর। ঐখানে দাঁড়াইয়া ঐ পাতার ভিতর দিয়া দেখ!

অম্বিকা। হাঁ, দেখেছি, ঐ ডালে। পোড়ামুখো ডাক্‌বার সময় আবার গলাটা ফুলিয়ে ফুলিয়ে ডাকে।

অম্বালিকা। বড়দিদিমণি কোথা গেল ?

অম্বিকা। তিনি গেছেন বুঝি শিমুল তলায়।

অম্বালি। কেন ?

অম্বিকা। তিনি বল্‌ছিলেন যে কোকিল শিমুল গাছে বসিয়া ডাক্‌ছে।

অম্বালি। আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

অম্বিকা। আন্‌বি এখন। তিনি একটু শিমুল গাছে ব'সে ঢুঁড়ুন আমরা তাবৎ দুজনে একটু শুনে নি।

অম্বালি। ভাই, এর মধ্যে যদি উ'ড়ে যায়; ওত আমাদের হাত নয়, আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি। তিনি বড় কোকিলের গান শুন্‌তে ভালবাসেন।

নিষ্ক্রান্তা।

অম্বিকা। ও কোকিল, গাও দেখি একটা ভাল গান। চুপ্‌ কর্‌লে কেন ?

(অম্বা ও অম্বালিকার প্রবেশ)

অম্বা। কৈলা ?

অম্বিকা। এই যে এই ডালে।

অম্বা। কৈ ?

অম্বালি। দেখ্‌তে পাচ্ছনা, ঐ ?

অম্বা। হাঁ, হাঁ, দেখেছি, ঐ উড়ে গেল।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। কোকিল এই গাছে বসিয়া ডাক্‌ছিল।

অম্বালি। আমি সকলের আগে দেখেছি। আমি মেজ-দিদিকে ডেকে দেখাই। বড় দিদিকে ডেকে আন্‌তে আন্‌তে সে উড়ে গেল।

অম্বা। আমায় শুধু দেখা দিয়ে গেল।

পরিচা। তোমায় কিছু ব'লে গেল না?

অম্বি। ব'লেছে যে এ রওনা গেলাম, এ যাত্রা তোমার মনের সাধ মনেই রাখ। তুমি শিমুল তলায় দৌড়িলে, আমি তোমার জন্য কতক্ষণ থাকিব।

অম্বা। তা ভাই, হেরে গেছি; তা আমার গা পেতে সইতেই হবে।

পরিচা। আমি বল্‌তে পারি সে কেন গেল।

অম্বা। তোর সঙ্গে বুঝি ভাব আছে? তুই তার মনের কথা জানিস্?

পরিচা। সে মনে করিল আমি একা, এরা তিন জন, পার্‌ব কেমন করে?

অম্বা। তুই নয় ভাই তার দিকে হ'তিস।

অম্বালি। তা হ'লেও ওরা হেরে যেত। আমরা তিন জন, ওরা দুজন।

পরিচা। আমি তার দিকে হ'লেই চিত্র। বাঁশীর সঙ্গে কাঁড়ার বাড়ি।

অম্বিকা। তোর কথাত মিষ্ট। পাঁচীর মার কথা যেন কেমন কেমন।

অম্বালি। তার যে ভাই দাঁত নাই।

পরিচা। তোমাদের তিন জনের মধ্যে অম্বার কথা অধিক মিষ্ট। তোমাদের দুজনেরও ভাল, তবে ওর যেমন অমন কারও নয়।

অম্বালি। বড় দিদি! আমার কোকিলটা আমাকে "অম্বালিকা অম্বালিকা" ব'লে ডাকে। মা ব'লে যা তোর বড়দিদি তোকে ডাক্‌ছে। ওঁর স্বর অতি মধুর।

অম্বিকা। সকলেই তাই বলে।

পরিচা। তিনজনে একসারি দাঁড়াও দেখি। ঠিক যেন দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী। শুধু প্রতিমায় সরস্বতীর রংটা সাদা করে, তাই মিলে না। গঠন পঠন, অঙ্গসৌষ্ঠব মুখ চোক তিনজনেরই প্রায় সমান। এক হাতের আঙ্গুল, হবে না কেন?

অম্বালি। তুমি ভাই খোসামোদে কথা ব'ল্‌ছ। সকলেই বলে বড়দিদি আমাদের দুজনের চেয়ে অনেক ভাল। ও চাঁদ, আমরা বড় নক্ষত্র।

অম্বিকা। দেখ দেখি, বল্‌লে কেমন! এক হাতের আঙ্গুল! এক হাতের আঙ্গুল বুঝি সব সমান হয়?

পরিচা। গঠন পঠন ত এক, তোমার আঙ্গুল ও আমার আঙ্গুল কি সমান?

অম্বা। কেন? অম্বালিকার চোখ অতি সুশ্রী, এরও ত তাই।

পরিচা। (হাসিয়া) তোমার নিজের দেখ না, তোমার মত কারই নয়।

অম্বিকা। মাও বলে তাই, যে চোখের শ্রী যেমন আমার বড় মেয়ের অমন আর কারও হবে না।

পরিচা। যেমন চোক, তেমনই মুখ, তেমনই বর্ণ।

অম্বা। নে ভাই, তুই যেন আমার নাগর হ'লি। আমি কি নাটকের নায়িকা? যত গুণ থাক আর না থাক, খানিক লিখ্‌তেই হবে? (কোকিলের কলরব)।

অম্বালি। ঐ যে কোকিল আবার এয়েছে। চল চল ঐ দিকে!

(সকলে নিষ্ক্রান্তা)।

শাল্বরাজ। (বিমান হইতে নামিয়া)

কামচারী শৌভরথে করি আরোহণ
জগতের রম্যস্থান করি বিচরণ॥
কিন্তু এইরূপ কান্ত পুষ্প উপবন
কখন নয়ন মোর করেনি দর্শন॥
সুন্দর পলাশীকুল শোভে মনোহর
শ্যামল উষ্ণীষ শিরে ধরি নিরন্তর॥
পল্লবিনী অবনতা পুষ্পগুচ্ছভরে
নিতম্বিনী যেন নতা গুরু বক্ষঃভরে॥
ঢলিয়া পড়িছে ভাবে তরুর শরীরে
আহ্লাদে প্রমদা যেন লভিয়া পতিরে॥
সুন্দর কুসুমচয় ফুটেছে কাননে
বহিছে সুগন্ধ সুখে মৃদুল পবনে॥

শীত সরোবর তাহে কমলিনী কুল
উড়িছে বসিয়া অলি হইয়া ব্যাকুল ॥
গাইছে বিহঙ্গগণ যাইছে চলিয়া
সে সঙ্গীতে মন মোর যাইছে গলিয়া ॥
যা হ'ক এখানে বসি দেখিব এ বন
করিব সফল যাত্রা তুষিব নয়ন ॥

একি আনন্দের সরোবর রোমাঞ্চিত কলেবর কেন হ'ল সহসা আমার !

(কোকিলের কলরব)

(কন্যাগণ ও পরিচারিকার দ্রুতবেগে প্রবেশ ও প্রস্থান)।

অহো কি সুন্দর দৃশ্য ! বৃক্ষান্তর দিয়া
দিব্যাঙ্গনাগণ দেখ যাইছে চলিয়া ॥
এটি কি গন্ধর্ব্বপুরী ! অপ্সরী ইহারা !
খেলিছে আনন্দে বনে হ'য়ে মাতোয়ারা !
তিমিরে তিনটী দীপ ত্বরা চ'লে গেল
তিনটী সুখের স্বপ্ন দেখায়ে ফুরাল ॥
তিনটী রুচির ছবি মেঘ অন্তরালে
দেখিনু ; মেঘেতে পুনঃ তিনটী সরা'লে ॥
কোথা হ'তে কোথা গেল দেখিনাত আর
অতলে প্রতিমাগুলি ডুবিল আমার ॥

সত্যই কি দেখিয়াছি ? অথবা স্বপন
বায়ু ছবি বায়ুসনে হ’য়েছে মিলন ?
এমন শোভন কান্তি মানুষে কি হয়
ইন্দ্রধনু ভূমিতলে কভু সম্ভবয় ?

(কোকিলের কলরব)

(কন্যাগণ ও পরিচারিকার বেগে প্রবেশ ও প্রস্থান)।

এই যে আবার হেরি সুধাংশু গগনে,
নয়ন, তুষিত হও সুষমা দর্শনে ॥
অহো কি সম্মুখে মোর জীবিত শরীর
অস্থিমেদ বিরচিত পরম রুচির ॥
অথবা বায়ুর ছায়া ! লাবণ্য এমন
মানুষে মানুষে কি গো সম্ভবে কখন ?
কি নিতম্ব, কিবা গতি, মধুর গঠন,
আহা মরি বিদ্যাধরী হয় না তুলন ॥
নূতন অরুণ আভা জিনিয়া বরণে
চলি গেল রামাগুলি ত্বরিত চরণে ॥
হৃদয় পঙ্কজ মম ফুটিয়া ও তাপে
আশঙ্কার সমীরণে ঘন ঘন কাঁপে ॥

(কোকিলের কলরব)।

(কন্যাগণের প্রবেশ)

যা হ’ক এবার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব (দ্রুতবেগে উঠিয়া) দেবি,

অম্বা। (মনে মনে) এই পরম সুন্দর গন্ধর্ব্বপতি এখানে কেমন ক'রে এলেন।

শাল্ব। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; কৃপা করিয়া উত্তর দিলে বাধিত হইব। আমি বিখ্যাত শৌভনগর পতি, আমার নাম শাল্ব। আপনারা কে? ভূতলশোভিনী মানুষী কিম্বা বিমানবাসিনী বিদ্যাধরী? অবসরক্রমে এই বনে বিহার করেন?

অম্বালিকা। আমরা মানুষ।

অম্বিকা। বিদ্যাধরী কি আমাদের মত হয়? বিদ্যাধরীকে পৃথিবীর মধ্যে কেহ দেখিতে পায় না। আপনি রাজা হ'য়ে এই সামান্য বিষয় অবগত ন'ন?

অম্বা। অমি, ছি, মাননীয় ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবার সময় এরূপ রূঢ়ভাষিণী হইতে হয় না।

অম্বালি। আপনি শৌভপতি; সে শৌভদেশ কোথায়?

শাল্ব। মৃগাক্ষি, সে দেশ এখান হইতে অনেক দূরে পশ্চিমে অবস্থিত।

অম্বিকা। আপনি এখানে কিরূপে এলেন?

অম্বালি। দেশ দেশ দেখে বেড়াচ্ছেন?

শাল্ব। হাঁ, আমি দেশ দেশ দেখে বেড়াইতেছি। আমার শৌভনামে কামচারী বায়ুযান রথ আছে, আমি তাহাতে উঠিয়া যেখানে ইচ্ছা অল্প সময়ে যাইতে পারি, ভ্রমণে ক্লেশ হয় না।

অম্বা। (মনে মনে) যাহার আকৃতি মধুর তাহার স্বভাবও মধুর হয়। দেখ শৌভপতি কত মধুরভাষী।

(পরিচারিকার প্রবেশ)।

পরিচা। আপনি কে?

শাল্ব। আমি একজন অতিথি।

পরিচা। এখানে আগমনের কারণ কি?

অম্বা। (মনে মনে) এ দেখি ভাল কূট পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

শাল্ব। আমি বিমানে ইচ্ছানুরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে এই বনের শোভা দেখিয়া এখানে ক্লান্তি দূর করিতেছি।

অম্বা। (মনে মনে) রাজার মুখ ঘর্ম্মাক্ত দেখিতেছি। (প্রকাশ্যে, পরিচারিকার প্রতি) তুমি ত আতিথেয়ী, ঘর্ম্মাক্ত রাজাকে একটু বাতাস দেও না, (মনে মনে) চোখ ফিরাইতে পারি না কেন? আর চাহিব না।

পরিচা। (উভয়ের মুখপানে চাহিয়া ও ঈষৎ হাসিয়া অর্দ্ধস্বরে) শুধু বাতাসে কি অতিথির প্রাণ শীতল হয়?

শাল্ব। আপনারা দুজনে কি বলিতেছেন? আমি সাধু, চোর নহি।

পরিচা। (ঈষৎ হাসিয়া) কি জানি?

অম্বালি। আপনার ঐরূপ রথ কোথা প্রস্তুত হয়?

অম্বিকা। আমাদের দেশে ঐরূপ রথ নাই। কৈ, কখন শুনি নাই।

শাল্ব। উহা, আমারই কেবল এক খানা আছে।

অম্বা। (মনে মনে) আমারও একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছা হয়।

শাল্ব। (পরিচারিকার প্রতি) এই তিনটী পরম সুন্দরী কন্যা কে? আমার অনুমান ইঁহারা অবিবাহিতা রাজকুমারী।

পরিচা। হাঁ, ইঁহারা মহারাজ দুহিতা। ঐ উহাঁদের পিতৃনিকেতন।

শাল্ব। আমি আশা করিলাম।

পরিচা। আমরা কি জানিতে পারি কি আশা করিলেন?

শাল্ব। (ঈষৎ হাসিয়া) সিদ্ধ হইলে বলিব।

(কোকিলের কলরব)

অম্বালি। ঐ আবার এয়েছে, ঐ দিকে। (ত্বরিতে গমন)

অম্বিকা। (নিষ্ক্রান্তা)

পরিচা। (অম্বার প্রতি) চল।

অম্বা। মহারাজকে আমরা একা রাখিয়া চলিলাম।

(নিষ্ক্রান্তা)

শাল্ব। দেবি, একা রহিলাম না, হৃদয় পূর্ণ রহিল।

পরিচা। মহারাজ, বিশ্রাম করুন, কন্যারা কোকিল দেখিতে বিহ্বলা, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হয়।

(নিষ্ক্রান্তা)

শাল্ব। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজিয়া)

শেষিল সুখের নাট্য; নায়িকা আমার
চলি গেল; রঙ্গভূমে বৃথা রহা আর!
শতদল তুলি নিলে সরোবর পানে
শশী অস্তমিত হ'লে চাহিয়া গগনে
কি প্রীতি উপজে মনে! প্রিয়ার অভাবে
তরুতে লতাতে নেত্র আনন্দ কি পাবে!

(নিষ্ক্রান্ত)



দ্বিতীয় অঙ্ক

কাশী রাজবাটী । মন্দিরভিতরে ।

অম্বা । যে অবধি হেরিয়াছি তাঁহার আনন
সে অবধি তিনিময় হেরি এভুবন ॥
সতত নয়ন' পরে মূরতি তাঁহার
রহিয়াছে আঁকা যেন সমুখে আমার ॥
সুন্দর বদন তাঁর বিশাল লোচন
প্রশস্ত ললাট—কান্তি হৃদয় রঞ্জন ॥
বিপুল সে বক্ষঃস্থল করিশুণ্ড কর
আর কি হইবে কভু আমার গোচর ॥

সেই প্রেম দৃষ্টিগুলি ভুলিতে কি পারি—
হবে কি আমার ভাগ্যে হব তাঁর নারী ॥
পূজিতে পাইব তাঁকে বসিব নিকটে
দেখিব কি সাধ মিটে সেই চিত্র পটে ॥

(অম্বালিকার প্রবেশ)

অম্বালি। দিদি, তুমি এখানে ?

অম্বা। (স্বগত) সজন বিজন মোর বিজন সজন।
বিজনে তাঁহারে হেরি তিনি ত্রিভুবন ॥

(অম্বালিকার প্রতি)

ব'স, দেখি চুলটা খোলা খোলা হ'য়ে গেছে (ঠিক করিয়া দিল)

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বালি। দিদি এসেছে, এস তিন জনে মিলিয়া খেলি।

অম্বা। তোমরা দুজনে উত্তরের ঘরে গিয়া খেল, আমার খেল্‌তে ইচ্ছা ক'চ্ছেনা।

অম্বিকা। তোমার কি হয়েছে ? এ কদিন তোমার মুখে হাসি নাই, কোন আমোদ নাই।

অম্বালি। সেই কোকিল দেখা অবধি, না দিদি ?

অম্বা। (স্বগত) কি লজ্জার কথা ? এরা কি মনে ক'র্‌বে ?

অম্বি। সে দিন দৌড়াদৌড়ি ক'রে পরীর বাতাস লেগেছে।

অম্বালি। কিন্তু আমাদের দুজনের লাগ্‌ল না কেন ?

(মিশ্রকেশীর প্রবেশ)

মিশ্রকেশী। তিন ভ্রমরা এক ঠাঁই
এক ফুলের মধু খাই
কি কর্‌ছ ভাই ভাই—
বড় রাণী দেখে যাই।

অম্বালি। কি লা, বড় হাসি, কি খবর? তোর ত প্রতিদিনই নূতন খবর থাকে।

অম্বিকা। আজকার ভূতটা কি ব'লেছে?

অম্বা। (যাইতে উঠিল)

মিশ্রকেশী। যার খবর এনেছি সে যে দেখি এখন্ যায় চলে॥
আমি যাকে তুষ্‌তে এনু সে যে আমায় পায়ে ঠেলে॥

(অম্বিকার প্রতি) তোমার দিদির বে।

অম্বা। (সহসা দাঁড়াইয়া) সে কি?

অম্বিকা। কবে?

অম্বালি। কোথায় হ'লো?

মিশ্রকেশী। নিকটে যেন কোথা।

অম্বা। (তেজেঁ) আমার বে হবে না। (কাতরস্বরে) এই আমার ভাগ্যে ছিল? (অস্ফুটস্বরে) হায় ছিন্ন মনোরথ!

অম্বিকা। কেন?

মিশ্রকেশী। চিরকাল কুমারী কি থাকিতে বাসনা?
ভালবাসা, বিধুমুখি, ভাল কি বাসনা?
কুমারী কমলকলি, ফুটিলে যৌবন
তখন অলির সনে সুভগ মিলন॥

দলে বসি পরিমল লুটিবে ভ্রমর।
সিহরিবে প্রমোদ-লহরে কলেবর॥
যে সুখ সুধাংশুমুখি নাগরের সনে,
তুলনা কি সে সুখের আছে এভুবনে?
কি ছার মাণিক্যময় হৈম বিভূষণে—
কোটী মণি নহে সম প্রাণেশ চুম্বনে॥
হেন সুখ, পঙ্কজাস্যে, আসিছে তোমার
জাননা তাতেই নিন্দ ভাগ্য আপনার॥

অম্বা। আমার মাথার ভিতর কেমন ক'চ্ছে।

মিশ্রকে। সব সেরে যাবে।

অম্বালি। তুই দিদিকে একটু বাতাস দে।

মিশ্রকে। (বাতাস দিতে দিতে)
নাগরী নাগর, একাসন পর
বসিবে তোমরা যুগলে।
সুখে বসি পাশ, করিব বাতাস
হাসাব কথার কৌশলে॥

অম্বা। ভাই, যে নাগর আসিতেছে তোমাকেই দিব। তুমি স্থির হও, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি ত্বরায় যাই।

মিশ্রকে। বিরহের জ্বালা, ওলো রাজবালা
মিলনের আগে পেলি।
শীত না যাইতে, মধু না আসিতে
নিদাঘ আগে সহিলি।

আগে অভিমান, প্রাণে হেয় জ্ঞান
প্রাণেশে বিতরি দিলি।
তুই কি চতুর, প্রেম কি মধুর
আগে শেষ পালা গেলি॥

অম্বা। একটু জল নিয়ে আয়।

মিশ্রকে। যারে মনে চাই সে কেন সুদূরে রয় ?
অন্তরে যাহারে রাখি সে কেন নিকটে নয় ?
মন যারে ভাল বাসে সে কেন আসেনা পাশে
সে কেন প্রবাস-বাসে সে কেন ভুলিয়া রয়

(নিষ্ক্রান্তা)

অম্বা। অমি, বোন।

অম্বিকা। দিদি, দিদি।

অম্বালি। দিদি, অমন্ কচ্ছ কেন ? তোমার কি অসুখ হ'য়েছে ?

অম্বা। অভাগিনীরা কেন বংশে জন্মে ? তারা নিজে জ্বলে, আত্মীয় লোকেরও শোক জন্মায় !

অম্বালি। আমি মাকে গিয়া বলি তোমার অসুখ হয়েছে।

(নিষ্ক্রান্তা)

অম্বা। অমি, বোন, অম্বালি গেল ?

অম্বিকা। হাঁ।

অম্বা। তাকে ডেকে নিয়ে এস, তিনজনে খেল্‌ব এখন, মাকে যেন কিছু বলে না।

অম্বিকা। (চলিল) আমার পাখীকেও খেতে দিতে হবে।

(নিষ্ক্রান্তা)

অম্বা। ছুটে যাও। দেখ যেন অম্বালি মাকে বলে না।

(দীর্ঘনিশ্বাস)

আমার সমান কেহ নাই অভাগিনী
কাকে ভালবাসি হব কার সীমন্তিনী!
আমার বল্লভ যিনি দূরে তাঁর বাস
যাইতে তাঁহার দেশ লাগে বহু মাস॥
শৌভদেশ বহুদূরে সকলেই বলে।
সেখানে আমার শশী রহে কুতূহলে॥
এখানে কুমুদ-মধু পরে ল'য়ে যায়।
কেমনে অবলা বল রাখে আপনায়॥
পিতাকে বলিতে লাজ কেমনে বলিব।
মরিব, বলিতে তবু কভু না পারিব॥
শৌভেশ গেছেন চলি না স্মরিলে মোরে।
কেমনে কুমারী হ'য়ে রব তাঁর তরে॥
কনিষ্ঠা ভগিনীগণ বিবাহিতা হবে,
আমার বিবাহতরে বন্ধ তাহা রবে॥
এমন বিপদকালে কি করি উপায়!
লেখনী তাঁহার কাছে পাঠান কি যায়?
কেমনে সাহস বল তাহেই বা করি,
আকাঙ্ক্ষিণী ব'লে যদি তুচ্ছেন কিঙ্করী?

হইবে প্রকাশ কথা, পিতার সম্মান
একবারে কালি হবে রাজগণ স্থান।
হায় বিধি! নারীগণে পরাধিনী করে
ভালবাসা কেন দিলে তাদের অন্তরে?

মিশ্রকে। এই ঠাকুরাণি এনেছি জল
শিরে দিলে হবে শীতল॥
ঠাকুর জামাই আস্‌বে যবে
সব গরম্ কাট্‌বে তবে॥
বইবে মন্দ সমীরণ
গাজুড়াবে আলিঙ্গন॥

অম্বা। ভাই, ঠাট্টা আর ভাল লাগেনা।

মিশ্রকে। এ ঠাট্টা নয় গো পদ্মমুখি,
যবে উঠ্‌বে ভানু, হবে সুখী।

অম্বা। কোন রাজ্যের ভানু আমাকে জ্বালাবেন?

মিশ্রকে। কোথাকার তা জানিনা বাবু।
বার্ত্তাখেতে হনু কাবু॥
খুব বড় রাজা, জিনে রণ।
শুনেছি নাকি অনেক ধন॥

অম্বা। কোথাকার রাজা তাই তোমার ঠিক নাই, তাতেই এত?

মিশ্রকে। তা বাবু কে জানে। আমি অমনি শুনে দৌড়িয়ে এসেছি। ভাবনু সুখবর পেয়েছি।

অম্বা। জেনে এস না ভাই, কোথাকার রাজা, কি নাম।

মিশ্রকে। ত্বরা কেন সয়না যেন
দাড়িম্ রসে ফেটে যায়।
বিধুমুখী কর্‌বে সুখী
ওনাগর, তুই ত্বরা আয়॥

(নিষ্ক্রান্তা)

অম্বা। শুনিয়াছি শৌভরথ কামচারী হয়।
দূরদেশ দূরদেশ তার পাশে নয়॥
তিনিই কি এসেছেন লভিতে আমারে,
এমন কি হবে ভাগ্যে পাইব তাঁহারে?
যে অবধি করিয়াছি তাঁরে দরশন
হইয়াছি তাঁর আমি, সমর্পিয়া মন॥
তিনিও কি হ'য়েছেন তেমতি আমার
মোর তরে হইয়াছে উৎকণ্ঠা তাঁহার?
আহার গিয়াছে দিনে নিশিতে স্বপন
মোর মূর্ত্তি করে সুধু হৃদে জাগরণ?
তাঁর রূপ মোর চোখে মধুর যেমন
আমিও কি তাঁর চোখে হ'য়েছি তেমন?
অথবা কামিনীকুলে জড়িত হইয়া—
আমার কিঞ্চিৎ গন্ধ গেছেন ভুলিয়া!

অহো! যদি রূপবতী আরো হইতাম
তাঁহার হৃদয়ে আমি দৃঢ় বসিতাম!
তাহ'লে কি ভুলিবারে পারিতেন তিনি?
যেতেন কি ছেড়ে মোরে না ক'রে সঙ্গিনী?
হে প্রাণেশ হও তুমি কত কান্তিমান্!
স্বর্ণ-শিখ শিখী! আমি কপোতী সমান।
তোমায় বাঞ্ছা করি!

মিশ্রকে। আপনি আপনি কহ কি কাহিনী
নৃপেশনন্দিনি, শুনি?

অম্বা। কোন দেশ লা?

মিশ্রকে। সু, আ কপাল ভুলে গেনু!
সুভদা দেশ, ঠিক একবার মনে ক'রেছিনু

অম্বা। (হাসিয়া) ভাল ক'রে জেনে আয় না ভাই—

মিশ্রকে। (নিষ্ক্রান্তা)

অম্বা। সুভদা কি শৌভদেশ? প্রাণেশের সনে
সঙ্গতা কি হব? সুখে কাটাব জীবনে?
বসিব তাঁহার অঙ্কে, আদরে আমায়
তুষিবেন বহুবিধ মধুর কথায়?
গন্ধর্ব্ব নিন্দিত তাঁর সুধাংশু বদনে
চেয়ে রব অবিতৃপ্ত নিষ্পন্দ নয়নে!
তিনিই কি এসেছেন লভিতে আমায়?
রোমাঞ্চিতা হইতেছি স্মরিয়া তাঁহায়।

মিশ্রকে (প্রবেশ) শৌভদেশের রাজা।

অম্বা। (সস্মিতা, স্বগত)

জানিলাম এত দিনে আমি ভাগ্যবতী;
লভিলাম প্রিয়তম শ্রেষ্ঠতম পতি।
আমার সমান সুখী রমণী মাঝারে
কেহ কভু হয় নাই ধন্যা ধন্যা মোরে।
সার্থক জীবন মম সার্থক যৌবন,
রাশীকৃত পুণ্য আমি করেছি অর্জ্জন।

(প্রকাশ্যে) রাজা কি নিজে এসেছেন?

মিশ্রকে। না।

অম্বা। দূত এসেছে?

মিশ্রকে। এসেছিল।

অম্বা। কি বলিল?

মিশ্রকে। ঘটকে যা বলে তাই বলিল।

অম্বা। ঘটকে মিথ্যা কথা বলে?

মিশ্রকে। তারা কি চিরকালের প্রথার অন্যথা ক'রেছে?

অম্বা। তারা কি ব'লেছে?

মিশ্রকে। তারা আপনার রাজার প্রশংসা করিল।

অম্বা। তিনি প্রশংসার যোগ্যও বটেন।

মিশ্রকে। মহারাজ তাদের চাতুরী বুঝলেন।

অম্বা। কি চাতুরী?

মিশ্রকে। কেমন ক'রে বল'ব? মনের কথা কি জানি?

অম্বা। তবে চাতুরী কেন বল ?

মিশ্রকে। মহারাজা বল'লেন "তোমাদের ঘরে মেয়ে দেব না।"

(অম্বালিকার প্রবেশ)

অম্বালি। দিদি, আমায় ডেকেছ ?

অম্বা। এস, বোন, যখন তোমাদের মুখগুলি দেখি তখন কতকাল বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। তোমরা আমা-চেয়ে সুখী হইও। (অল্প অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, হাসিয়া হাসিয়া) আমি যেন মুনি গোসাঞি, যা বলি তাই হয়। আমার বোনেরা ভারতে বিখ্যাত হউক্।

মিশ্রকে। তুমি যে বড়, তোমার আশীর্ব্বাদ অবশ্য ফলে।

অম্বা। তবে কায়মনোবাক্যে বলি (অম্বালিকার শিরে হাত দিয়া) বিখ্যাতকুলে বিবাহ হউক, ভারতে তোমার বংশ অমর হউক, দীর্ঘজীবন রাজধানীতে অতিবাহিত করিয়া পৌত্রেরা বলবান হইলে বানপ্রস্থদ্বারে স্বর্গে গমন করিও।

মিশ্রকে। আর তুমি ?

অম্বা। আমি অভাগিনী যেন অকালে স্বকৃতানলে তুচ্ছ জীবন দান করি (কাঁদিয়া ফেলিল)।

মিশ্রকে। দুর্ল্ক্ষণের কথা বলিতে নাই। আমি বলি যদি সংসারে রূপের আদর থাকে সমান রথে তোমাদের তিন জনকে অমর বীরে লইয়া যা'ক। তোমার আহর্ত্তা——তোমার বল্লভ

দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হউন। নারীজীবন যাহাতে তুচ্ছ হয় এমন বৈধব্য যন্ত্রণা যেন তোমায় ভোগ করিতে না হয়।

অম্বালি। তথাস্তু। মিশ্রকেশীর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। দিদি, বসন্তোৎসবে যাবেনা আ'জ? তুমি না গেলে আমি যাব না।

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। এস, কখন যাবে?

অম্বালি। দিদি, যাবেনা? তবে আমিও যাব না।

অম্বা। চল,

জীবন যখন ভার, বহিতে তাহারে
জ্ঞানীরা পারেনা, বল বালিকা কি পারে?

(সকলের প্রস্থান)





তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

শৌভদেশ ; রাজসভা।

শাল্ব। কবে পুনঃ নিরখিব সে লোল নয়ন।

প্রতিহারী। (প্রবেশ) মহারাজের জয় হউক। চীন দেশের দূত সমাগত।

শাল্ব। শরীর অসুস্থ। (মণ্ডপে বিচরণ করিতে করিতে)

১ম মন্ত্রী। কল্য সকালে আমার সহিত দেখা হবে। মহারাজের শরীর অসুস্থ।

প্রতিহা। মহারাজের জয় হউক। (নিষ্ক্রান্ত)

শাল্ব। প্রফুল্ল সরোজ সম সুন্দর বদন॥

২য় মন্ত্রী। এখন সময় ভাল নয়, অনেকেরই অসুখ হইতেছে।

১ম সভ্য। হাঁ, আমারও একটু অসুখ হইয়াছে।

২য় সভ্য। অনেকেরই অসুখ হইতেছে, আপনার একার কি ?

শাল্ব। কোরক এখন, দল খুলিছে কেবল।
কবে পরশিব সুখে সে নারী বিমল॥
মাংসল রসাল গোল নিতম্ব বিপুল
কবে বসাইয়া অঙ্কে হইব আকুল॥
বল্লরী সমান বাহু মৃদুল তাহার
কবে জড়াইবে সুখে শরীরে আমার॥
কবে সে কুসুমমুখে করিব চুম্বন
কবে আলিঙ্গিব সেই রমণী রতন॥

প্রতিহা। (প্রবেশ) মহারাজের জয় হউক !

শাল্ব। রূপে প্রেমে নাই তার তুলনা জগতে।

১ম মন্ত্রী। কি সংবাদ ?

প্রতিহা। উদ্যানরাজ মুদ্রা ও তিনটী পরমাসুন্দরী নর্ত্তকী পাঠাইয়াছেন। দূত দ্বারে।

১ম মন্ত্রী। কল্য আমার সহিত দেখা হ'বে।

(প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত)

শাল্ব। সুন্দরী দেখিতে আর ইচ্ছা হয় না।

২য় মন্ত্রী। আমাদের দূত কাশী হইতে এখন ও ফিরিয়া আসিল না।

শাল্ব। আমিও চিন্তিত হইতেছি।

১ম মন্ত্রী। অত্যন্ত দূরদেশ, এই জন্য বিলম্ব হইতেছে। মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হইলে অবশ্য কাশীরাজ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন।

প্রতিহা। (প্রবেশ) মহারাজের জয় হউক। দূত ও পুরোহিত প্রত্যাগত।

শাল্ব। আসিতে বল।

প্রিয়ার মোহিনীমূর্ত্তি জাগিতেছে মনে
এখন দেখিছি সেই বিলোল নয়নে ॥
মৃগশাব বিলোচন বিহ্বল বিমল
ললিত প্রেমের খনি অসীম অতল ॥
চকিতে কখন চায় কখন ফিরায়।
প্রিয়ার সে মুখশশী দেখিব কি হায় ॥
সলাজ প্রিয়ার প্রেম সুঅম্ল মধুর
রম্য স্বাদুরস যেন কমলা লেবুর ॥
কবে সেই রস আমি করিব সেবন
কবে শীতলিবে এই তৃষাতুর মন ॥
এমন কি ভাগ্যে হবে পাইব তাহায়
সতত হেরিব সেই নেত্র প্রতিমায় ॥
হৃদয়ে অঙ্কিত চিত্র রহিয়াছে যার
সমুখে পুলকে মূর্ত্তি হেরিব তাহার ॥
স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ হবে? সে সুর সুন্দরী—
প্রদীপিবে আমার এ অন্ধকারপুরী?

(দূত ও পুরোহিতের প্রবেশ)

উভয়ে। মহারাজের জয় হউক!

শাল্ব। যেন বিমর্ষ ভাব! সমাচার মঙ্গল!

পুরো। মহারাজের কৃপায় আমরা অনায়াসে সেখানে পৌঁছিয়া—

শাল্ব। এত পথ যাইতে যে একটু আয়াস হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে, বিষয়?

পুরো। অনায়াস অর্থে এই বলিতেছি যে আমাদের পথে কোন বিশেষ বিপদ হয় নাই।

শাল্ব। সেত ব্রাহ্মণীর ব্রতের ফল যে তিনি এও আছেন। এখন, বিষয়ের ফল?

পুরো। মহারাজের কৃপায় বহুদেশ ভ্রমণ করা হ'লো।

শাল্ব। পরে মূল বলুন।

পুরো। কাশীরাজের দেশ দেখিলাম। অতি সমৃদ্ধিশালী। সরোবরে কত পদ্মফুল।

শাল্ব। জীবন্ত পদ্মের কথা বলুন।

পুরো। চারিদিকেই ফুলের উদ্যান। যেখানে যাও অপরির্য্যাপ্ত ফুল তোল, কেহ বারণ করে না। মহারাজের কৃপায় প্রাণ ভরিয়া ফুল তুলিয়া পূজা করিয়াছি।

শাল্ব। ফুল ছাড়িয়া লোকের সমাচার দিন।

পুরো। দেশ পণ্ডিতে সমাকীর্ণ। আলাপে সন্তুষ্ট

হওয়া যায়। তাঁহারা অতি মধুরভাষী এবং। সর্ব্বদা শাস্ত্র আলোচনায় রত। সর্ব্ব স্থানেই চতুষ্পাঠী

শাল্ব। রাজবাড়ীর কথা বলুন।

পুরো। রাজবাটী অতি সুন্দর। রাজা বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক। বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হবে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অত্যন্ত আদর করেন। দান শক্তি বেশ আছে।

শাল্ব। আমি যে জন্য পাঠাইয়াছিলাম—সেই বিষয়ে আপনারা কৃতকার্য্য হইলেন কি না এক কথায় তাহাই বলুন। অপর সংবাদ জানিতে ইচ্ছা নাই।

পুরো। মহারাজের প্রস্তাবে কাশীরাজ অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। কৃতকৃতার্থ হইলেন। হর্ষে কণ্টকিত কলেবর হইলেন। তাঁহার কন্যা ধন্যা যে তিনি আপনার করে পড়িবেন। কিন্তু বিবাহ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। ঘটনা মনুষ্যের আয়ত্ত নয়। সুতরাং স্থির হওয়াই কর্ত্তব্য।

শাল্ব। হবে কি না?

পুরো। ভবিতব্য কে বলিতে পারে?

শাল্ব। কাশীরাজ কি বলিলেন?

পুরো। মহারাজ, এই পৃথিবীতে ভবিতব্যের ঈশ্বর কেহই নয়। তিনি কি বলিতে পারেন? কে বলিতে পারে কাহার ভাগ্যে কি আছে?

শাল্ব। দূত, সমাচার?

দূত। কন্যার স্বয়ম্বর হইবে। কাশীরাজ বলিলেন আমার

কন্যা বীর্য্যশুল্কা হইবেন। শাল্ব স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষা করিতে এখানে আসিলে আমি কৃতার্থ হইব। স্বয়ম্বর সপ্তাহান্তে। সেই জন্য আমরা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছি।

শাল্ব। আয়োজন কর, আমি বীর্য্যশুল্কেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব।

(নিষ্ক্রান্ত)





দ্বিতীয় দৃশ্য।



অন্তঃপুর, শৌভরাণী ও সঙ্গিনী।

সঙ্গিনী। কামিনীকমল প্রেমপরিমল
লুটিতে ভ্রমর সাজরে।
প্রথম যৌবন প্রভাত তপন
খুলিল কোলক লভরে॥
ঊষা সমীরণে সুভগমিলনে
উড়িছে সুরেণু ধররে।
সহাসি বদন প্রিয়ার সদন
বসি-সুরসুধা ভুঞ্জরে॥

রাণী। ওগান ঠিকনয়, এই গানটী ভাল।
প্রেম যে রতন তাকে অযত্ন
কখন সুজন ক'রোনা।
প্রেমের হৃদয় কুসুমতা ময়
হইয়া নির্দয় দ'ল না॥

সঙ্গিনী। যে অপ্রেমিক সেই প্রেমকে তুচ্ছ করে।

রাণী। দেখ, পুরুষের প্রতি আমরা যত অনুরতা হই পুরুষ তত হয় না কেন? আমরা তাকে অমূল্যরত্ন মনে করি, সে আমাদিগকে ফুলের অধিক ভাবে না।

সঙ্গিনী। এ দোষ ভাই আমাদের। আমরা যে সহজে ধরা দি।

রাণী। কিন্তু মনে হয় যেন ধরি, ধরা দিই না। কত অভিমান করি। তখন ত বিনীত হয়, ভাই। বিনীত হইলে মন গলে যায়।

সঙ্গিনী। আমরা ভাই সংখ্যায় অধিক। যদি ধর্ম্মঘট করি উহাদের নাকে নলছেঁচাতে পারি।

রাণী। ধর্ম্মঘট ভাই আমাদের দিয়া হয় না। আমাদের প্রতি বিধাতা বাম। প্রতিমাসেই তিনি বলেন প্রকৃতি তুমি পুরুষের অনুসন্ধান কর। পুরুষ কিন্তু নির্ব্বিকার।

সঙ্গিনী। আমার ভাই মনে হয় আমাদের স্থষ্টি মনুষ্য জন্মের শেষস্থষ্টি। স্ত্রীজন্মের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে আর জন্মলাভ করিতে হয় না।

রাণী। কিন্তু কাহার কাহার পক্ষে পরীক্ষাটী অত্যন্ত কঠিন হয়।

সঙ্গিনী। কঠিন বল? অসহ্য হয়! এমন কি, তোমার নির্ব্বিকার পুরুষও তাহা শুনে পাষাণের গায়ে ঘামের মত বিন্দু বিন্দু অশ্রু ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারে না।

রাণী। দেখ, এক পুরুষে মন অভিনিবেশ করি। সে ভাল বাসে না। অগ্রাহ্য করে। লাঞ্ছনা করে। তবুও তাহাকে ভাল বাসি। সে বই জানি না। অন্যপুরুষে সমান সুখী হইতে পারিলেও সে সুখ তুচ্ছকরি। এমন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে যে তাহার ফল অতি মহৎ তাহা সহজেই বুঝা যায় এই জন্য আমি তোমার কথা স্বীকার করি যে স্ত্রী জন্ম হয়ত শেষ জন্ম। হে বিধাতঃ! তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই পরীক্ষার স্থলে আনিয়াছ, আমার চিত্ত সবল কর যেন আমি এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া তোমার স্নেহ লাভ করি। (কাঁদিতে লাগিল)

সঙ্গিনী। কেঁদোনা কেঁদোনা, তোমার পিতা অবশ্য কোন উপায় করিবেন।

রাণী। তিনি আর কত পারেন। তাঁহার অনেক শত্রু আছেন; যাহাতে তিনি ও আমি লাঞ্ছিত হই এই চেষ্টা তাঁহাদের সর্ব্বদা।

সঙ্গিনী। মহারাজও পারস্য যুদ্ধে গিয়াছেন তোমার পিতা এই যুদ্ধ অবশ্য দীর্ঘ করিয়া তুলিবেন, এদিকে অম্বার স্বয়ম্বর শেষ হইয়া যাইবে।

রাণী। দেখ এত ভালবাসি এত শুশ্রূষা করি তবু অম্বাকে দেখা অবধি আমায় আর পূর্ব্বের মত আদর করেন না, সর্ব্বদা অম্বা অম্বা ক'রে উন্মত্ত হয়েছেন।

সঙ্গিনী। এ ভাবে তুমি ভয় করো না। এত ভাব অধিকক্ষণ থাকিবার নয়, বিশেষ পুরুষের মনে।

রাণী। সতীন হওয়া বড় ক্লেশ। বিষ খেলে যেমন নরম বিছানায়ও গা জ্বলে, তেমন সতীন থাকিলে রাজার ঘরেও সুখ হয় না।

সঙ্গিনী। তা ত বটে।

রাণী। আমি দরিদ্রের মেয়ে ছিলাম। বিধাতা একটু রূপ দিয়াছিলেন সেই ভাগ্যে মহারাজের চক্ষে পড়ি। রাণী হব এ আশা আমি কখনও করি নাই। অম্বা রাজার মেয়ে, মহারাজের সঙ্গে তাহারই সাজে।

সঙ্গিনী। কি বল তুমি! তোমায় রাণী হওয়া সাজে না! অম্বা আসুক। যদি আমি থাকি দেখো আমি তাকে তোমার দাসী করে দিব। আমি এমন কুহক জানি যে মহারাজ অম্বাকে পিশাচীর মত ঘৃণা করিবেন। তুমি শঙ্কিতা হইও না।

রাণী। সখি! উপরে বিধাতা সকলি জানিতেছেন—নীচে তোমাদের নিকট বলিতেছি, বেশ স্মরণ করিয়া সত্য কথাই বলিতেছি, আমি শিশুকাল অবধি কখনও কাহারও সুখে দুঃখিত হই নাই, এই জন্যই বোধ হয় বিধাতা আমাকে সুখী করিয়াছিলেন। অম্বাকে দেখি নাই, তাহার স্বভাব চরিত্র জানি না, তবু মনে হইতেছে সে মরিয়া যাক্। তাহার প্রতি আমার এত দ্বেষ হইয়াছে, যে তাহা বলিতে পারি না। অবস্থাই লোক্‌কে ভাল মন্দ করিয়া দেয়, কিন্তু অহঙ্কারে আমরা নিজে নিজের প্রশংসা করি।

সঙ্গিনী। তোমার প্রশংসা রাজ্যের সর্ব্ব লোকেই করে।

রাণী। মহারাজকে এত ভাল বাসি কিন্তু এখন মনে হয় তিনি যুদ্ধ হইতে—

সঙ্গিনী। যে পতি সপত্নীবল্লভ সে আর পতি কিসের। সে পরম শত্রুর পতি। তাকে আদর কর্বে মুখে স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য। মনে মনে তাঁর মন্‌ত চিনেছ?

রাণী। ঠিক বলেছ ভাই। মন চিনিতে আর বাকি রহিল না। বাবা বলিলেন, প্রত্যক্ষ মহারাজকে কোনও বিষয় হ'তে বিশেষ এরূপ বিষয় হতে নিবারণ করা আমার সাধ্য নয়। কৌশলে অনেক করিয়াছি কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না, আমার সৌভাগ্য রবি এ অবধি অস্তমিত হইল। পুত্রি! পূর্ব্বে আমরা যাহা ছিলাম পুনর্ব্বার তাহাই হইব, শত্রুরা পাছে সুযোগ পাইয়া অধিক লাঞ্চনা করে, আমার এই ত্রাস হইতেছে।

সঙ্গিনী। মন্ত্রী ঠিক বলেছেন, তোমার সহিত আমরা সকলেই ভেসে যাব, তোমার পরিবারবর্গ কি আর এ পুরীতে স্থান পাবে।

রাণী। পিতার অনেক শত্রু যাহারা তাঁহাকে এখন ভয় করিতেছে, অম্বার সহায়ে তাহারা তাঁহাকে অপদস্থ করিবে।

সঙ্গিনী। তুমি তাঁহার অপমান চোখে দেখ্‌তে পার্বে?

রাণী। উপায় কি?

সঙ্গিনী। উপায় কর্লেই আছে। আমরা তোমার। তোমার দুঃখেই দুঃখ, তোমার সুখেই সুখ। পিতা যদি বীরসিংহের সহিত তোমার বিবাহ দিতেন, তুমি এত বড় হ'তে পার্ত্তে না। তোমার যা সুখ তা তোমা হ'তে নয়, তোমার পিতা হ'তে জান্‌বে।

রাণী। দেখ ভাই ভবিতব্যের হাত কেহই এড়ায় না। বীরসিংহকে কত ভাল বাসিতাম পরে বিবাহ স্থির হইল। কত খুসী হইলাম; মহারাজ বিবাহ দেখিতে আসিয়া আমাকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু এখন ভুলিয়া যাইতেছেন।

সঙ্গিনী। তুমি বীরসিংহের যথেষ্ট উপকার করেছ। তুমি সহায় না হ'লে তিনি কি সেনাপতি হ'তে পার্ত্তেন।

রাণী। তখন যৌবনের প্রারম্ভ। বীরসিংহকে কত মনোহর দেখিতাম বলিতে পারি না। পরে মহারাজের মধুর সহবাসে সকলই ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু যাঁহার ছায়া হইলাম তিনিও ত্যাগ করিতেছেন। সকলই আমার দুর্ভাগ্য।

সঙ্গিনী। বীরসিংহের পূর্ব্ব পুরুষেরাই ত এই দেশের রাজা ছিলেন।

রাণী। অন্য শাখা। আমাদের সহিত উঁহাদের অনেক সম্পর্ক আছে।

সঙ্গিনী। আমাদের দলই ত অনেক। আর্য্য কজন। সমস্ত যবন সৈন্যই অকুতোভয় বীরসিংহের অনুগত।

রাণী। আমরা কি এখন আর যবন আছি। মহারাজা

হরিশ্চন্দ্রের সময় কত দিন হ'ল ? তার পর অবধি এই দেশে ; আমরা এখন এই দেশেরই লোক।

সঙ্গিনী। তাত বটে। কিন্তু বীরসিংহই তোমার উপযুক্ত। কামিনীবল্লভ যাহাকে বলে।

রাণী। এখন আমার নিস্তারের উপায় কি বল।

সঙ্গিনী। সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত রও। মন্ত্রীর বুদ্ধি অপরিমেয় ; দেখিলে ঠিক সময়ে কিরূপে পারসিকেরা রাজ্য আক্রমণ করিল এবং বীরসিংহ হটিয়া গেলেন।

রাণী। সখি ! এ বাঁধা বালির বাঁধ।

সঙ্গিনী। কাশী থেকে অম্বা এসে রাণী হবে ইহা আমাদের প্রাণে সবে না, আমরা কিছু কর্ব্বোই কর্ব্বো !

রাণী। রাজা তাকে রাণী কল্লে আমরা কি কর্ব্বো।

সঙ্গিনী। রাজা যদি রাণী কর্ত্তে পারেন ! তুমিও রাজা কর্ত্তে পার।

রাণী। আমি পারি !

সঙ্গিনী। তোমার পিতার কথায় আমার বোধ হয় যেন আমরাও পারি।

রাণী। আমরা পারি ?

সঙ্গিনী। বল কি ! যদি মহারাজা আমাদের না হ'লেন আমরা তাঁর কেন হব, তোমাকে তিনি চান না, আচ্ছা তুমিও তাঁকে চেও না।

রাণী। সর্ব্বনাশ ! কেটে ফেলবে যে।

সঙ্গিনী। যার হাতে সৈন্য সেই কাটিতে পারে।

রাণী। সৈন্যত, ভাই, শেষের কথা, শয্যার পাশে আমি প্রথমেই মরিব।

সঙ্গিনী। তিনি কি প্রথমে মর্ত্তে পারেন না?

রাণী। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে।

সঙ্গিনী। চল আমরা সরোবর তীরে যাই, সেখানে পূর্ণ চন্দ্রালোকে মলয় হিল্লোলে বিচরণ করিব এবং বাছিয়া বাছিয়া উদ্যানে ফুল তুলিব।

(নিষ্ক্রান্তা)





চতুর্থ অঙ্ক

কাশী, রাজমন্দির।

অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা ও দাসী।

(স্বয়ম্বর প্রারম্ভ)

দাসী। আজ এয়েছে অনেক রাজা। পৃথিবীতে এত রাজাও নাকি আছে?

অম্বা। কোথাকার কোথাকার বল্‌না ভাই।

দাসী। আমি বল্‌তে পারি যদি তোমরা আমাকে বল এদের মধ্যে কে কে মুখ চূণ করিয়া ফিরিয়া যাইবে।

অম্বালি। তা হ'লেত তুমি যা ব'লবে তা আগেই প্রায় জান্‌লে! তবে বল্‌বে কি?

দাসী। (অম্বিকার প্রতি) বল দেখি, তুমি নিবে কেমন বর।

অম্বিকা। (হাসিয়া) আমি নিব?

প্রগত বিংশতি বর্ষ প্রফুল্ল বদন।
বাহুবক্ষে সর্ব্ব অঙ্গে বীর দরশন॥
আমি বই নাহি জানে যাহার অন্তর।
হেন বর লভিবারে অম্বিকা কাতর॥

অম্বালি। দিদি, আমিও নেব তাই।

দাসী। দিদি আর কি তখন তোমার কথা ভাব্‌বে? যেটী ভাল দেখ্‌বে, আপনি আগে নেবে।

অম্বালি। তিন জনেইত এক সঙ্গে যাব। তিন জনেই একজনকে মালা দিব।

অম্বিকা। দূর্, তাকি কখনও হয়?

অম্বালি। আমি ভাই, একা থাকতে পার্‌ব না। তার পর কোন দেশে নিয়ে যাবে, কার মুখ খানা দেখ্‌তে পাব না।

দাসী। অম্বা নেবেন কাকে!

অম্বা। (হাসিয়া) হুতাশনকে।

অম্বালি। দিদি, আমরা তিনজনে এক জায়গায় যাব। এই কথা ঠিক, ঠিক।

অম্বা। (মনে মনে)

হা শাল্ব, তোমার সেই সুধাংশুবদন।
পুনরায় কবে দেখি, তুষিব নয়ন॥

ভালবাসা জীবনের সুখের নির্ঝর।
যে জেনেছে সেই জানে কত মনোহর॥
যে নব কমলমধু করে নাই পান
চিটাগুড় মিঠা ব'লে সে করে বাখান॥

(প্রকাশ্যে দাসীর প্রতি) যে রাজাগুলি এয়েছে তুমি তাদের সকলের নাম জান?

দাসী। আমি সকলের নাম জানি? হাজার, পাঁচহাজার, দশ হাজার এসেছে!

অম্বিকা। কোন রাজ সকলের বড়?

দাসী। জরাসন্ধ।

অম্বালি। ঠিক।

অম্বিকা। কোথায় তাঁর রাজধানী?

অম্বালি। তাঁর নাম পড় নাই! সব ভুলে গিয়াছ?

জরাসন্ধ নামে রাজা মগধ প্রবীর।
ভূমণ্ডলে যাঁর তাপে কেহ নহে স্থির॥
ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে পিতৃভূমি তাঁর।
পৃথ্বীতলে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যোম্যসবিতার॥
বীর্য্যবান মহাভুজ কমঠ শরীর।
উদার অকুতোভয় ক্ষত্রধর্ম্মে ধীর॥

দাসী। তবে আর কি? তোমারত ঠিক হ'ল। পূর্ব্বদেশে পুলককারিণী ঊষা হবে।

অম্বালি। যা, বকিস্ না।

অম্বা। আর কে এসেছে?

দাসী। কংস।

অম্বিকা। কংস আর কাঁসা—বংশ আর বাঁশী, আমি তাঁকে নেব না। সে সবকুল ধ্বংশ কর্‌বে।

দাসী। (হাসিয়া) তোমাকে নিতেই হ'বে।

অম্বা। তুই বল্ না ভাই, আর কে এসেছে।

অম্বালি। আমিও ভাই কংসকে নেব না। সে বড় নিষ্ঠুর ও পাপিষ্ঠ। সে রাজত্ব লোভে বৃদ্ধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত ক'রে মথুরায় রাজা হ'য়েছে। পাছে অন্য কেহ তাহার প্রতি ঐরূপ করে, এই ভয়ে সে স্ববংশীয় সকলকে মেরে ফেলেছে। শুনিয়াছি বৃদ্ধরাজার এক ভ্রাতৃদৌহিত্র হয়েছিল, লোকে তাকে গোপবাড়ী লুকিয়ে রেখে অন্য ছেলে দিয়েছে। কংস সেটাকেও মেরেছে।

অম্বিকা। দূর, ও সব ভবিষ্যৎবাণী, এখনও হয় নাই, হবে।

দাসী। সকলে মিলিয়া তাকে তাড়াইয়া দিল না কেন?

অম্বালি। কে সাহস করে? কংস যে রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধের জামাতা!

অম্বা। অম্বালিকা অনেক বকে।

দাসী। তোমরা সকলেই পড়, কিন্তু অম্বালিকা কত খবর রাখে!

অম্বিকা। অধিক পড়িলে পুরুষে পুরুষে হ'য়ে যেতে হয়, তাই আমি ওদিকে বড় মন দি না।

অম্বা। আমার দুটী বোন স্থির থাকিতে পারে না।

দাসী। (অম্বার প্রতি) দিদিরাণী, তুমি কোন রাজাকে চাও বল দেখি! তা হলে আমি বল্‌ব এখন তিনি এসেছেন কি না।

অম্বা। আমি কোন রাজাকে চাই! আমি আকাশের চন্দ্র চাই। রাজা কুমুদপতি। পার দিতে?

দাসী। দেখ, তুমি হাস্‌ছ, কিন্তু তোমার মনে যেন কোন দুঃখ রয়েছে বলে বোধ হয়।

অম্বা। (সবাষ্পে) কি দুঃখ? আমার মনে কি দুঃখ? আমি যে রাজার কন্যা! আমার বিবাহের জন্য উৎসব হইতেছে। সকলে নৃত্যগীত করিতেছে। মণিমুক্তার অলঙ্কার প্রস্তুত হইতেছে। দেশের সমস্ত কুমারীগণ আমাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছে। অনেকের আজন্ম বর জুটিল না, কিন্তু আমি স্বয়ম্বরা হইব, আমার মনে দুঃখ! কি আভিজাত্য! কি পিতৃ মাতৃস্নেহ, কি রূপ যৌবন, আমার কিছুরই অভাব নাই। আমার মনে দুঃখ! আমার বিবাহদিন শুভদিন বলিয়া নগরে নগরে প্রচারিত হইয়াছে। আমার মনে দুঃখ! ইহা কি কখনও সম্ভব হয়?

দাসী। শিশিরে গোলাপ ফুলের যেমন শোভা হয়, তোমার মুখেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছে।

অম্বালি। দিদি, তুমি কি কাঁদিতেছ?

অম্বা। এই নূতন বাদ্যধ্বনি কিসের হইল? দেখ দেখি, নূতন কোন রাজা কি আসিলেন?

দাসী। দেখিয়া কি হবে? তুমিত কোন রাজার আগমনেই সুখী হইতেছ না! যাই (নিষ্ক্রান্তা)

অম্বিকা ও অম্বালি। আমরা ঐ ঘরে গিয়া জানালা দিয়া দেখিব। (নিষ্ক্রান্তা)

অম্বা। হায় বিধি, এই ছিল ললাটে আমার!
সর্ব্বসুখী ক'রে দুঃখী করিলে আবার॥
কেন তারে দেখাইলে কেন প্রেম জন্মাইলে
অবলারে করিতে দহন।
মনব্যথা বলি কারে কে ব্যথা বুঝিতে পারে
প্রতিকারে সমর্থ শমন॥
হে শমন, দুঃখনাশি জমও অন্তক
নিরুপায় আমি, তুমি দুঃখের অন্তক॥

দাসী। (প্রবেশ) মহারাজ কান্যকুব্জ।

অম্বা। স্বয়ম্বর কবে হবে?

দাসী। না, তুমি আর জান না?

অম্বা। আজই।

দাসী। এখনই। এস তোমাদের বেশভূষা করিয়ে দি। সভায় যখন যাবে তখন মধুর মধুর হাসিবে, অথচ হাসি যেন কেহ দেখিতে না পায়। তা হলে লোকমোহন হবে।

অম্বা। তোমার মরণ।

দাসী। আমার মরণ? যে মহারাজগণ এসেছেন তাঁদের?

অম্বা। তারা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে, আমার মরণ হবে।

দাসী। ছি, অমন কথা বল্‌তে নাই। তোমাকে একজন না নিয়ে ঘরে ফির্‌বে না।

অম্বা। আমি কারও হব না।

দাসী। তোমার কেহ হবে।

অম্বা। তাতে আমার কি লাভ?

দাসী। লাভ নয়? মন দেবে না, পাবে।

অম্বা। দিয়াও যদি পেতেম তাহলেও বর্ত্তাতেম্।

দাসী। একটু পরেই জান্‌বে কোন রাজাকে বর্ত্তাবে।

অম্বা। আমি ত চিরকাল অভাগিনী রইব।

দাসী। কুমারী, বল দেখি তোমার মনের কথা কি? আমার কাছে বলিলে প্রকাশ হবে না, অথচ প্রতিকার হ'তে পারে। আমি তোমার মায়ের কাছে কৌশলে জানাব। তুমি যাতে সুখী হ'তে পার তিনি তাহা অবশ্য করিবেন।

অম্বা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তবে বলি শোন।

দাসী। বল।

অম্বা। দেখ, কয়েক দিন হইল যে রাজার দূত ও পুরোহিত এসেছিল তারা বুঝি আর ফিরে এল না?

দাসী। কোন রাজা? আমারত কিছুই মনে নাই?

অম্বা। আ মরণ, মনে নাই সেদিনকার কথা!

দাসী। কবে।

অম্বা। (হাসিয়া) ঐ যে তোর শুভদা রাজা।

দাসী। হাঁ মনে হয়েছে, শৌভরাজা, না তারা আর আসে নাই।

অম্বা। কেন ?

দাসী। তুমি কি সেই রাজাকে চাও ? তাহা আমাকে এতদিন বল নাই কেন ?

অম্বা। তোমার মুখে আগুণ! সেই রাজাকে চাই! বলি তারা অত করে গেল, কিন্তু স্বয়ম্বরে এলো না কেন ? পোড়া পুরুষের মুখে আগুণ। খড়ের আগুনের মত আগ্রহ দপ করিয়া নিবিয়া যায়।

দাসী। তাদের ভাই দোষ নাই। তারা দেশে গিয়া খবর দিবে। এই ত তারা সেদিন গেছে।

অম্বা। তাদের কি নিমন্ত্রণ হয় নাই ? বিনা আহ্বানে আস্‌বে কেন ?

দাসী। নিমন্ত্রণ হবেনা কেন ? পৃথিবীর সকল রাজারই নিমন্ত্রণ হ'য়েছে।

অম্বা। তবে তিনি এলেন না কেন ? তিনি বুঝি তেম্‌নি রাজা, পথে আস্‌তে আস্‌তে গাড়ির চাকা ভেঙ্গে গিয়াছে, বা ঘোড়াই ম'রেছে।

দাসী। আমি তোমাকে ব'লব, তিনি কেন এলেন না। তুমি এখন আমাকে সব কথা খু'লে বল, লজ্জা কি ? এখন

লজ্জা ক'রে চিরকাল দুঃখ পাবে। লজ্জার কথা পরে ঢাকাও থাক্‌বে না, অথচ প্রতিকারও হবে না।

অম্বা। ব'ল্‌ব ?

দাসী। বল না, আমিত তোমাকে প্রতিদিনই ব'ল্‌তে বলি। দিন দিন হৃদয়-বেদনায় শুকাইয়া যাইতেছ, তবুও মনের কথা মনেই রাখ্‌বে। দেখ সঙ্গিনীর কাছে মনের কথা কেহ গোপন রাখে না, রাখিলেও সুখ হয় না।

অম্বা। সেই দিন আম্রবনে কোকিলের গান শুনিতে গিয়া সেই বিমানচারী শৌভরাজকে দেখিয়াছিলাম। আমি মনে মনে তাঁহাকেই বরণ করিয়াছি। তাঁহাতেই আমার মন অর্পিত হইয়াছে। তিনি ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি আমার শরীর মাত্র গ্রহণ করিবেন। আমি কি তাহাতে দ্বিচারিণী হইব না ? তিনি আসিলেন না। আমি কিরূপে এই স্বয়ম্বর সাগর উত্তীর্ণ হই। কিরূপে আমার একপরায়ণত্ব রক্ষা হয়। পিতার মর্য্যাদা স্থির থাকে ; আমি তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কিরূপে অন্যের গলায় মালা দিব, এবং পতিত্বে বরণ করিয়া সঙ্গিনী হইব ?

দাসী। এই জন্য এত ভাবনা ? শৌভেশ এখনও আসিতে পারেন। এখনও কত রাজা আসিতেছেন।

অম্বা। দেখ, আমি এই সাহসে এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছি। যাবৎ সম্ভব, তাবৎ আশা করিব।

দাসী। আমি তোমার, (তূর্য্যধ্বনি)।

অম্বা। দেখ দেখি এ কোন্ রাজা আসিলেন ?

(দাসী নিষ্ক্রান্তা)

অম্বা। আমার ভাগ্যে কি তিনি আসিবেন! তিনিত সুস্থ এবং নিরাপদ আছেন ? তিনি যে সহজে আমাকে ভুলিবেন এমন বোধ হয় না; অবশ্য কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তাঁহাকে আসিতে দিতেছে না।

দাসী। (প্রবেশ) মহারাজ প্রাগ্‌জ্যোতিষ আসিলেন।

অম্বা। বল আমি এখন কি করি।

দাসী। আমি জানিলাম যে মহারাজ শাল্ব চারিদিক হইতে বহু শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিষম রণে বিব্রত হইয়াছেন। এই জন্য তিনি স্বয়ম্বরে আসিতে পারেন নাই।

অম্বা। তবে আমার সমস্ত আশাই বৃথা হইল। তিনি আসিবেন না। হা বিধাতঃ, হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল।

দাসী। কুমারি, স্থির হও স্থির হও। যাহাতে তোমার অভিপ্রেত পতিলাভ হয় আমি সে বিষয়ে যত্ন করিতেছি।

অম্বা। হা বিধাতঃ! হৃদয় জ্বলিয়া গেল!

দাসী। স্থির হও, স্থির হও।

অম্বা। দেখ, ঐ যে আকাশে পাখীগুলি উড়িয়া যাইতেছে, আমি উহাদিগকে কত হিংসা করি।

দাসী। উহারা স্বাধীন, তুমি পরাধীন।

অম্বা। যে নারী প্রিয়তম পার্শ্বে উপবেশন করে সে আমা-অপেক্ষা লক্ষগুণে সুখী।

দাসী। তুমিও ত্বরায় প্রিয়তম লাভ কর।

অম্বা। প্রিয়-বিযুক্তি অপেক্ষা এই পৃথিবীতে কোন দুঃখই তীব্রতর নহে।

দাসী। সন্দেহ কি ?

অম্বা। যখন পাখীরা পিঞ্জরে থাকে তখন তাদের যেন কত ক্লেশ হয়!

দাসী। লোকে তাই বলে স্বর্ণশৃঙ্খল অপেক্ষা ভগ্ন চরণ ভাল।

অম্বা। আমি যে এই বসন ভূষণ পরিয়াছি ইহা আমার কিছুই মনে হইতেছে না। চারিদিকে লোকে নাচিতেছে গাইতেছে, উহাতে আমার ক্লেশ বোধ হইতেছে। যেন সময় যাইতেছে না, অথচ মন মুহূর্মুহূ ফাক্ ফাক্ বোধ হইতেছে। বোধ হইতেছে এইত সময় চলিয়া গেল।

দাসী। মন চঞ্চল হইলে এই রূপই হইয়া থাকে।

অম্বা। হা বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে এই লিখিয়াছিলে!

দাসী। রাজনন্দিনি, ভাগ্যের নিন্দা করিও না। তুলনা করিয়া দেখ, তোমার মত ভাগ্য কাহার ? অনুমতি কর আমি রাণীকে বলিয়া যাহাতে শাল্বের সহিত তোমার মিলন হয় সেইরূপ করি।

অম্বা। সে বিষম লজ্জার কথা। যখন শাল্ব আসিলেন না, পিতা কিরূপে স্বয়ম্বর ঘোষণা করিয়া উপযাচক হইয়া তাঁহাকে কন্যা দিবেন ? বিশেষ একবার তাঁহাকে এরূপ উত্তর

দিয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত রাজা আসিয়াছেন, দিন স্থির হইয়াছে, তিন কন্যার মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠা, আমি এই সকল মুহূর্মুহূঃ চিন্তা করিয়া অধীরা হইতেছি।

দাসী। স্বয়ম্বর কি স্থগিত রাখা যায় না?

অম্বা। তুমি উন্মত্তের মত কথা বল। পিতা সকল কথা জানিবেন, সৃষ্টির লোক জানিবে যে আমি পিতার অভিপ্রায় প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই স্বয়ংদত্তা হইয়াছি। যদি আহূত রাজগণ বিলম্বে বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যায়, আমি দুর্ভাগিণীর জন্য ভগিনীগণের স্বয়ম্বরসুখ লাভ হইবে না। কত দিনে শাল্বের যুদ্ধ শেষ হইবে এবং তিনি আসিতে পারিবেন তাহার নিশ্চয় কি? তিনি যে আসিবেন তাহার নিশ্চয় কি? আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধারের সহজ উপায় মরণ।

দাসী। ছি, অমন কথা ব'ল না। শাল্ব বিমানচারী, এখন আসিতে পারেন।

অম্বা। আমরা যাহা অত্যন্ত বাঞ্ছা করি, তাহা অসম্ভব হইলেও সম্ভব মনে করি। আমি এখন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছি; হৃদয় আর আশা ধারণ করিতে পারে না।

দাসী। রাণীকে একথা না বলিয়া থাকা যায় না। তুমি অতুল রূপবতী, তোমার মনোমত পতিলাভ হয় এই জন্যই স্বয়ম্বর। কিন্তু তুমি যদি সুখী না হইলে এ বৃথা আড়ম্বরে প্রয়োজন কি? আমি যাই। (যাইতে উদ্যত)।

অম্বা। বলিস্ না, যাইস্ না।

দাসী। আমি তোমার কথা শুনিব না। তোমার যে ভাব দেখিতেছি, শাল্বকে না পাইলে তুমি অমঙ্গল ঘটাইবে।

(নিষ্ক্রান্তা)

অম্বা। শুনিল না—বলিবে। কি যেন হয়, জানি না। আমার কপালে সুখ আছে মনে করি না। হে শাল্ব! হে শৌভপতি! হে মনোরম প্রিয়তম পতি! হে হৃদয়েশ্বর! তোমাকে কি পাইব! স্ত্রীলোকের জীবন ক্লেশের কারণ! সকলে আমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করে, কিন্তু আমার তাহা মনে হয় না। আমি সর্ব্বদেশে বিখ্যাত রূপবতী বলিয়া পিতা আমার স্বয়ম্বর ঘোষণা করিয়াছেন। মহারথগণ আমার লোভে কত ক্লেশ পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহাতে আমার একটুও আনন্দ হইতেছে না। আমার নিকট সজন হইতে বিজন, আলোক হইতে অন্ধকার, জীবন হইতে মরণ ভাল বোধ হইতেছে। যখন ভালবাসা হৃদয়ে প্রথম উদয় হইল কি আনন্দ পাইলাম। তখন ভাবিলাম মানব জীবনই সার্থক যাহাতে এমন আনন্দ উপলব্ধি হয়। কিন্তু এখন দেখি এই মক্ষিকাগুলি উড়িয়া যাইতেছে, ইহারা আমা অপেক্ষা কত সুখী। যাহা কিছু পায় আহার করে, আনন্দে উড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক যুগপৎ দংশন করে না।

দাসী। (প্রবেশ) সুখবর, সুখবর।

অম্বা। কি, কি? তিনি এসেছেন?

দাসী। হাঁ, এই আসিলেন।

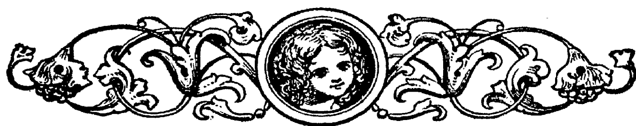
অম্বা। সত্য, সত্য ? ঠিক বলিস্ ?

দাসী। সত্য। চল, উপরের ঘরের জানালা দিয়া দেখ্‌বে আর চোখ জুড়াবে।

অম্বা। চল চল। (নিষ্ক্রান্তা)

দাসী। ভালবাসা হৃদয়ে কি দ্রব্য ! এই মাত্র অম্বা উৎখাতিত ভানুতপ্ত মৃণালীর ন্যায় পড়িয়াছিল, এই কুররীর ন্যায় আনন্দে দৌড়িয়া চলিল। (নিষ্ক্রান্তা)





পঞ্চম অঙ্ক।

হস্তিনাপুরী, রাজবাটী।

সত্যবতী। (ভীষ্মের প্রতি)

মহাবীর তুমি পুত্র সর্ব্বগুণবান্
নরমাঝে, জ্যোতির্ম্মাঝে যথা অংশুমান্।
তথাপি পিতার রাজ্য হয়না রক্ষণ।
শত্রুরা আসিয়া দ্বারে করয়ে লুণ্ঠন॥
পার্ব্বতীয় অরি চিত্রাঙ্গদেরে মারিল।
হস্তিনা বেড়িয়া ঘোর জঙ্গল হইল॥
শান্তনুর শৌর্য্যখ্যাতি অস্ত হ'য়ে যায়।
অথচ বীরেশ পুত্র সঞ্জীবিত রয়॥

হে পুত্র, আমার বাক্য করহ পালন।
লও দার, ছত্রদণ্ড করহ ধারণ ॥
কুরুবংশ ধন্য হউক পুনশ্চ ধরায়।
বিচিত্র রহিবে সুখে তোমার ছায়ায় ॥
তুমিই রাজার যোগ্য, জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি।
করহ বিবাহ অনুমতি দেই আমি ॥
পরম সুন্দরী অম্বা শ্রেষ্ঠা নারীকুলে।
অসংখ্য বীরের মাঝে আনিয়াছ তুলে ॥
তোমার সে হউক। তুমি রাজ্যাশা ত্যাজিয়া,
লভিয়াছ মহাখ্যাতি পিতৃ বিয়া দিয়া ॥
আমি আজি স্বামী ঋণ করিব শোধন।
অম্বাকে তোমায় দিয়া দিব রাজ্যধন ॥

ভীষ্ম। জননি,

প্রতিজ্ঞা কখন আমি করিনা লঙ্ঘন।
কখন লবনা দার, না রাজ্যশাসন ॥
প্রতিজ্ঞা আমার গুরু, তার বশ হ'য়ে
অনায়াসে মহাযশে যাব যমালয়ে ॥
যৌবনে যে বাঞ্ছাত্যাগ করিয়াছি আমি,
বার্দ্ধক্যে হবনা আর তার অনুগামী ॥
বিচিত্র করুক তিন কন্যাকে গ্রহণ।
তাহার জন্মুক বহু বংশধরগণ ॥

তারাই কুরুর খ্যাতি জানাবে মহীতে।
আমি ভীষ্ম ভীষ্ম রব প্রতিজ্ঞা হইতে॥

পুরোহিত। দেবি,

প্রতিজ্ঞায় দেবব্রত সর্ব্বথা অটল।
ভীষ্মে অনুনয় করা হইবে বিফল॥
বিচিত্র এ কন্যাগণে করুন গ্রহণ।
বিলম্বে কি কাজ কল্য আছে শুভক্ষণ॥

ভীষ্ম। জননি, আমারও এই মত। কালহরণে প্রয়োজন নাই। আমি এই বিষয়ের আয়োজনার্থ বাহিরে গমন করি।

(নিষ্ক্রান্ত)

পুরোহিত। ব্যয়াদি শান্তনুপুত্রের অনুরূপই হইবে।

সত্যবতী। সন্দেহ কি? যেমন আমার বিচিত্র, যেমন অলোকসামান্যা কন্যাগণ, বিবাহের আমোদ প্রমোদও সেইরূপ হইবে। (পুরোহিত নিষ্ক্রান্ত)

সত্য। সুলোচনে, কন্যাগণকে এইস্থানে আনয়ন কর।

(সুলোচনা নিষ্ক্রান্তা)

আমার সমস্ত অলঙ্কার অম্বাকে দিব। অম্বার ন্যায় সুন্দরী আমি কখনও দেখি নাই। শুনিয়াছি আমার হেমাদ্রিবাসিনী সপত্নী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু শান্তনু তাহাকে ভুলিয়া আমাতে এরূপ মোহিত হন যে, আমার জন্য প্রিয়তম পুত্র দেবব্রতের চিরকৌমার্য্যেও কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি সর্ব্বদা আমার রূপের প্রশংসা করিতেন। কিন্তু অম্বাকে

দেখিয়া আমিও চক্ষু ফিরাইতে পারি না। আমি অতি সৌভাগ্যবতী যে অম্বারমত পুত্রবধূ লাভ করিলাম। ভীষ্ম এই অম্বার জন্য অসীম সাহসে বীরসভায় একাকী প্রবেশ করিয়াছিল। (অম্বাদির প্রবেশ)

সুলোচনা। তোমরা দেবীকে প্রণামকর। (একে একে প্রণাম)।

সত্যবতী। বৎসাগণ, সাবিত্রী সমান হও। (একে একে মুখ চুম্বন) বৎসাগণ, তোমাদের বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে।

অম্বা। (স্বগত, সনিঃশ্বাস) হা বিধাতঃ!

সত্যবতী। বৎসে,

তিনটী লতিকা তোরা অতি মনোহরা
এক উদ্যান হ'তে এলি অপর উদ্যানে।
ফলপুষ্পে সুসৌরভে আমোদিয়া ধরা
কুরুর মহান্ কুলে রহিবি যতনে॥

সুলোচনা। মহাসুখে খাবে পর্‌বে; মনে কোন দুঃখ ক'রনা।

অম্বা। হা হতোস্মি!

সত্য। মনের মালিন্য দূর করিয়া ত্বরায়
সুহাসে সুধাংশু মুখ শোভাও বিভায়॥
দূরে যা'ক কুজ্‌ঝটিকা; কমলিনী বন
আলোকে বিকাশি তুষ্ট করুক নয়ন॥

সুলোচনা। প্রথমে মা বাপ ছাড়িলে সকলেরই কিছু দিন দুঃখ থাকে। পরে ঘরে মন বসিলে আমোদ হয়।

সত্য। বলে অপহৃত ব'লে দুঃখ কি অন্তরে ?
আদরের ক্রুটী কিছু হবেনা সে তরে॥
ক্ষত্রিয়ের কন্যা তোরা ক্ষত্রিয় সদনে
মহাবংশে এসেছিস্, কি কাতর্য্য মনে ?

সুলোচনা। যেমন তোমরা সুশ্রী, আমাদের রাজকুমারও তোমাদের অনুরূপ। বিধাতা তোমাদের জন্যই কুমারকে গড়িয়াছিল।

সত্য। স্বয়ম্বরে বহুরাজা, মনোমত পতি
বাছিতে ভীষ্মের তেজে হলোনা শকতি॥
তাতেও হৃদয়ে দুঃখ করোনা, নন্দিনি,
বিচিত্র দিনেশ তুল্য, তোরা কমলিনী॥
আমার পুত্রের তুল্য কে আছে জগতে—
কি রূপে, কি গুণে, কিম্বা বংশগৌরবেতে ?
শান্তনুর—মোরপুত্র—বিচিত্রকে পতি
কে লভে নাদিলে বর নিজে উমাপতি ?

সুলোচনা। যেমনি স্বামী পাবে তেমনি শ্বাশুড়ি মায়ের মত হবে। রাণীর কন্যা নাই, তোমরা কন্যা হবে। যেমন মা ছেড়ে এসেছ ঠিক সেইরূপ হবে।

সত্য। জননী অপেক্ষা আমি করিব যতন।
জানিবে মধুর কত বধূর জীবন॥

অম্বা। জননি,

স্নেহময় সেইনামে ডাকিনু তোমায়
এ জীবনে বোধ হয় না হেরিব যাঁয়।
অভাগিনী আমি শেষ আসিবার কালে
না পারিনু লুটাইতে যাঁর পদতলে ॥
তাঁহার প্রতিমা তব চরণে পড়িয়া
নিবেদিব একবাণী বিলজ্জ হইয়া ॥

সুলোচনা। আহা হা! বড় লোকের কি দুঃখ! দেখ স্বয়ম্বর হ'তে কেড়ে এনেছে; আসিবার সময় মা বাপ কাহার সনে দেখা হয় নাই।

মালতী। বড় লোকের বড় দুঃখ!

সুলোচনা। অম্বা একটু বড় কিনা, তাই ইহার এত শোক লেগেছে। অন্যদুটী ছেলেমানুষ তারা কেমন আমোদে আছে।

অম্বা। পূর্ব্বে যদি এই লজ্জা করিতাম ছার
এ দুর্ব্বহ দুঃখভার হতনা আমার ॥
বিজনে শাল্বেরে করি পতিত্বে বরণ
তাঁহার চরণে মন ক'রেছি অর্পণ ॥
স্বয়ম্বরে সিক্তকরে ধরি বরমালা
গলে তাঁর দিয়া পুনঃ হেরি পুষ্পডালা ॥
তিনি অনিমিষ চাহি আমার সদনে
শশী যথা চাহি ফুল্ল কুমুদিনী পানে ॥
নৈশরাজি সম সব নৃপতিনন্দন
তাঁর পার্শ্বে-ব্যাপ্ততেজ-শোভিয়া গগণ ॥

হেনকালে ঘোর বায়ু ভীষ্ম মহাবীর
আনিলা ছিঁড়িয়া রথে আমার শরীর ॥
রাখি মন শাল্বসনে আমার প্রাণেশ—
অনুমতি দাও, আমি যাই তাঁর দেশ ॥

সত্য। ধন্যা মেয়ে গুণবতী কিশোর বয়সে
ধন্যা তব কাশী যাহা এত পূর্ণরসে ॥

সুলোচনা। গোপনে শাল্বকে বরণ করিয়াছে তাহাতে ক্ষতি কি? রাণীর যে কানীন পুত্র দ্বৈপায়ন তবুত ধার্ম্মিক মহারাজ ইহাঁকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (মালতীর প্রতি)

মালতী। চুপ কর।

সত্য। তোর সকল কথার মধ্যেই এক কথা।

সুলোচনা। আমি বলি বিবাহ ত হয় নাই; কেবল মালা দিয়াছে তাহাতে হানি কি?

সত্য। তুই কি চুপ ক'ত্তে পারিস্ না।

মালতী। তোর বাবু, এ সকল কথায় কাজ কি? কান পেতে শোন না; চোখ পেতে দেখ না। বল্‌বার দরকার কি?

অম্বা। ভাগ্যবতী তুমি মাতঃ মানবপাবন
মুনীশ্বর রাজেশ্বর করেছ ধারণ ॥
ভাগ্যে ধর নাই গর্ভে দুহিতা আগুন
তাই তুমি নাই জান দুহিতার গুণ ॥
অপরাধ যা ক'রেছি, বলিনু চরণে
মাপ কর, দাও যেতে স্বামীর সদনে ॥

সুলোচনা। অপরাধ কি হয়েছে? স্বয়ম্বরে বরকে মালা দিয়েছে।

সত্য। ঘোর রণে রাজগণে করি পরাজয়
আনিয়াছে ভীষ্ম, শাল্ব কিসে স্বামী হয়?
বলে কন্যা হ'রে আনা ক্ষত্রিয়ের রীতি
যে জিতে তাহার নারী—শাল্ব কিসে পতি?

সুলোচনা। হায়, হায়, এমন সুন্দর চোখে আমি জল দেখিতে পারি না।

সত্য। ভীষ্মকে ডাক। তিনি কোথাকার সাপ ধ'রে এনেছেন। এমন মেয়ে কখন দেখি নাই। লজ্জা সরম কিছু নাই।

সুলোচনা। এখন লজ্জা ক'রে কি দুটো ভাতার নেবে?

সত্যবতী। মা, এখানে পরম সুখে থাক্‌বে, এমন ঘর কোথাও পাবে না।

অম্বালি। (চুপে চুপে) দিদি, কোথা একাকিনী যাবে? তিন বোনে এক জায়গায় থাকি। শাল্ব চেয়ে এই বর ভাল।

অম্বিকা। দূর পোড়ামুখি, তিন বোনে এক ঘরে? সবেই জ্বলে পুড়ে মর্‌ব?

সত্যবতী। এরা দু'জনে কি বলে? এদের ও নাকি শাল্ব আছে? বল, একবারে সকলের মনের বাসনা শুনে নি।

মালতী। এই দুই পাখী উড়্‌বে না। এরা বেশ আমোদে আছে।

সত্যবতী। মা, আমার বিচিত্রের অনেক অপ্সরী জুট্‌বে। তোমাদের মত না হয়, দেশে তোমাদিগকে পাঠাইয়া দি।

মালতী। আহা, এরা ঘর আলো করে! অন্য কি এমন হবে!

সত্যবতী। মেয়েকে লোকে যে চোখে দেখে আমি তোমাকে সেই চোখে দেখিছি। অশুভ তোমার সমুখে বল্‌তে পার্‌ছি না। আমার মনে হচ্ছে এখানে থাক্‌লেই যেন তোমার ভাল হত।

সুলোচ। (প্রবেশ) তিনি আস্‌চেন্‌।

মালতী। তুমি এখান থেকে যেও না। এমন আদর সেখানে পাবে না। এ ঘরে তুমি একা। তোমার নিজের বোন তোমার নিকটে থাক্‌বে। সকলে তোমাকেই বেশী ভাল বাসে। তুমিই রাণী। সেখানে হয়ত শত সতীনের মধ্যে জ্বল্‌বে। সোণার অঙ্গ কালী হ'বে।

সুলোচ। সতীনের কথা আর ব'লো না। অমন কাল-নাগিনী গৃহতাপিনী সর্ব্বনাশিনী ধরণীতে আর নাই। আমার সোহাগিনী——ঠিক্‌ এই বয়স হয়েছিল! এমনি ক'রে চ'ল্‌ত এমনি বস্‌ত, এমনি দুটো খেত। কথা কইত না। তার চুল-গুলি ঠিক এমনি হয়েছিল। আমি পাঠাব না—পাঠাব না। সে বলে মা স্ত্রীলোকের স্বামীই গতি। এমন অভাগার ঘরে আমার সোণার সরস্বতী দিয়াছিলাম যে কি হ'লো সে সংবাদ-টাও আমাকে দিল না। যে মেয়ে সতীনের ঘরে যায় সে

কেন জন্মেই মরে না! যখন সোহাগিনীর কথা মনে পড়ে, বুক ফেটে যায়? (ভীষ্মের প্রবেশ)

সত্যবতী। অম্বা বলে শাল্ব গলে দিয়াছিল মালা
পরনারী যদি অম্বা ত্যাজি এই বেলা॥
পরনারী ঘরে রেখে হবে না মঙ্গল।
পরনারী পুত্রে নাহি কুলের কুশল॥

ভীষ্ম। পরনারী নহে অম্বা আমি যত জানি
সন্দেহ যদ্যপি জন্মে পুরোহিত আনি॥

সত্য। একটী বিচিত্র পুত্র কুলধ্বজ হয়।
এই হেতু পদে পদে জন্মে মোর ভয়॥
পরনারী নিঃশ্বাস জীবন ক্ষয় করে।
পরনারী যদি অম্বা ত্বরা ত্যাজি তারে॥

ভীষ্ম। পুরোহিত মহাশয়কে আসিতে বল। (জনেকের প্রস্থান; সকলের নীরবে অবস্থিতি; পুরোহিতের প্রবেশ; সকলে প্রণাম করিল)।

পুরোহিত। মঙ্গল হউক। বিষয় কি?

ভীষ্ম। মহাশয়! অখিল বেদ, তদনুগতা স্মৃতি ও সদাচার অবগত আছেন। স্বয়ংও ধার্ম্মিক প্রবর। অতএব বলুন কন্যাগণকে বিচিত্র ন্যায়মতে বিবাহ করিতে পারেন, কি তাহাতে অধর্ম্ম হয়? অম্বা বলিতেছেন তিনি শাল্বগলে মালা দিয়াছিলেন। এই জন্য জননীর বিষম সন্দেহ উপস্থিত। কিন্তু অন্য দুটী সম্বন্ধে সেরূপ কথা নাই।

পুরোহিত। অন্য দুটীর কথা অতি সহজ। রাক্ষস বিবাহ আপনাদের কুলাচার।

সুলোচনা। চুপে পুরাণ কথা শুন।

অপরা। এরা আর্য্য নয়; পূর্ব্বে রাক্ষস ছিল।

সুলোচনা। তাই বুঝি পুরাণ রাক্ষসদিগের কথা বল্‌ছে।

সত্য। এ কুলাচার ত্যাগ করাই ভাল। ইহাতে মঙ্গল নাই।

পুরোহিত। দেবি, কথা আপনার উপযুক্তই হইয়াছে। রেণুকা বধের পূর্ব্বে যখন ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন তখন তাঁহারা মহর্ষিগণদর্শিতধর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিয়া রাক্ষসগণের কদাচার শিখিলেন। তদবধি এই রীতি ক্ষত্রিয়ের রীতি হইয়াছে।

সত্য। এত রাক্ষস কোথা হইতে আসিল, যাহাদের রীতিনীতি আমরাও শিখিলাম?

পুরোহি। দেবি, এই পিশিতাশনেরা সমুদ্রগর্ভে অনুর্ব্বর করাল ভূমিতে বাস করে। পূর্ব্বরক্ষদ্বীপপুঞ্জ; অপররক্ষ একটী বৃহৎ দেশ। তথায় আহারযোগ্য উপাদেয় উদ্ভিজ্জ দূরে থাকুক; অধিক পরিমাণে পশু পক্ষীও মিলে না।

সত্য। এদেশে তাহারা আসিল কেন?

পুরোহি। দেবি, সে অনেক কথা; মূলে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

ভীষ্ম। মহাশয়, রাক্ষস বিবাহ কি সনাতন আটপ্রকার বিবাহের অন্তর্গত নয়?

পুরোহি। অষ্ট প্রকার বিবাহ বেদবিহিত নয়। উহা মনুষ্যমধ্যে দৃষ্ট হয় এই মাত্র। আসুরবিবাহ অসুরগণ মধ্যে, রাক্ষস বিবাহ রাক্ষসগণ মধ্যে, পৈশাচ বিবাহ পিশাচগণ মধ্যে প্রচলিত। আর্য্যসমাজে কেহ কেহ উহা অনুকরণ করেন। বস্তুতঃ বিনা দানে বেদবিহিত বিবাহ নাই।

ভীষ্ম। আর্ষ ও আসুরে প্রভেদ কি ? গান্ধর্ব্বে দান কোথায় ?

পুরোহি। ব্রহ্মশিক্ষার পুরস্কার স্বরূপ সুরূপা কন্যাকে ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মবিবাহে গ্রহণ করেন। দেবার্চ্চনা শিক্ষার পুরস্কার স্বরূপ ঋত্বিগ্ সুরূপা কন্যাকে দৈব বিবাহে গ্রহণ করেন। যাহারা এরূপ পুরস্কারের উপযুক্ত নয় তাহারা কি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবে না ? তাহাদিগকে কন্যাদান করা কি নিষেধ ? যদি তাহারা অনায়াসে কন্যা লাভ করে, তবে বেদবিদের সহিত তাহাদের পার্থক্য কোথায় ? এই পার্থক্য দেখাইবার জন্য ঋষিগণ গোযুগ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু অসুরেরা অর্থলোভে সুন্দরী কন্যাকে বিক্রয় করে। আসুরও আর্ষে এই প্রভেদ।

প্রজাপতি কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে প্রাজাপত্য বিবাহ সৃষ্টি করিয়াছেন।

পিতা কন্যাদানে উদাসীন হইলে গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রয়োজন হইয়া উঠে। প্রজাপতির অনুগ্রহে কন্যা যুবতী হইয়া আত্ম-দানে সমর্থা হয়।

সত্য। পিতা ত উদাসীন ছিলেন না। তবে কিরূপেই বা আমরা গান্ধর্ব্ব বিবাহ যোজনা করি।

পুরোহি। এই বিবাহে কাশীরাজের দান অনুমান করিতে হইবে। তিনি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় তাঁহার কন্যা আনিয়াছেন। রাক্ষসরীতি উভয়েরই কুলাচার উভয়েই কুলাচার ধর্ম্মে বাধ্য।

অম্বা। হায়! আমি হতভাগিনী!

ভীষ্ম। অথবা তিনি কন্যাগণকে প্রত্যাহরণ করিলেন না বলিয়া তাঁহাকে উদাসীন বলিতে হইবে।

সুলোচ। দেখ, ধর্ম্ম সকলদিকেই আছে।

মালতী। ধর্ম্ম কেবল শাস্ত্রে আছে, অন্য কোথাও নাই।

অপরা। কিন্তু শাস্ত্রের অর্থ সকলদিকেই আছে তাই সুলোচনার কথা ঠিক।

পুরোহিত। এই মতই সমীচীন। তবে অম্বাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অন্যায় দেখা যায়, যেহেতু তিনি শাল্বকে মালা দিয়া হয়ত আর মনের অধিকারিণী নাই।

ভীষ্ম। কেবল বরণে কি বিবাহ সম্পূর্ণ হয়?

পুরোহিত। তাহা হয় না। কেহ পুত্রোৎপত্তি, কেহ সহবাস, কেহ মন্ত্রপূত হইয়া সপ্তপদ গমন বিবাহ সিদ্ধির কারণ বলেন। আমি বিবেচনা করি বিচিত্র গান্ধর্ব্বমতে অম্বাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন তাহাতে দোষস্পৃষ্ট হইবেন না।

অম্বা। হায়! আমি হতভাগিনী!

ভীষ্ম। আমরা এখন বাহিরে যাই।

(ভীষ্ম ও পুরোহিত নিষ্ক্রান্ত)

সুলোচনা। এইত ভাল কথা। মা অম্বাকে ছাড়া হবে না। আমার ভয় হয়েছিল বা পুরোহিত কি ব'লে ফেলে।

সত্যবতী। অম্ব, এখন শুন্‌লে ? শাস্ত্রমত শাল্ব তোমার পতি হয়েন নাই।

শাস্ত্রের নিষেধ নাই ; লোকে আছে রীতি ;
এরূপ বিবাহে অম্ব, কিসে তব ভীতি ?

অম্বা। শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিনা জননি,
একে মন মিলাইবে এইমাত্র জানি॥
সে এক আমার শাল্ব, লাজ ত্যাজি বলি,
জানিলে সকলি মাতঃ, বলেছি সকলি॥
নারী তুমি, নারীক্লেশ বুঝ বিচারিয়া,
না বুঝ বুঝিবে অগ্নি জ্বালা নিবারিয়া॥

সত্য। অম্ব, এস মুখ তব করিব চুম্বন।
তুমিই যথার্থ সতী রমণী ভূষণ॥
তোমার সমান হউক ভগিনী তোমার।
ধন্যা তব মাতা হেন দুহিতা আধার॥
ধন্যা কাশী পুণ্যভূমি জন্মভূমি তব।
সাবিত্রী সমান তুমি নারীর গৌরব॥
তীব্রতর নহে বজ্র যথা সাধ্বী-শ্বাস।
পাঠাব সত্বর তোমা স্বামীর সকাশ॥

সুলোচ। এত হঠাৎ মা'র মন ফিরিল !

সত্য। সতীর হৃদয়ে ক্লেশ দেয় যেই জন
নিশ্চয় তাহার হয় নিরয়ে পতন ॥
সতীকে মিলা'য়ে দিয়ে স্বামী-সহবাস
হউক মঙ্গলময় আমার আবাস ॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)





ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শৌভনগর; রাজসভা।

শাল্ব। অতি অপমানে অঙ্গ দহে, মন্ত্রিবর,
অবশ্য ধ্বংসিব আমি হস্তিনা নগর ॥
আমার রমণীরত্ন চোর ভীষ্ম হরে
আমার জীবন-দীপ জ্বলে তার ঘরে ॥

মন্ত্রী। মহারাজ, ক্ষান্ত হ'য়ে কর বিবেচনা
ভীষ্মের অদ্ভুত বীর্য্য, অল্প শৌভসেনা ॥
পারস্য সমরে মোরা এবে লিপ্ত হই।
সময় চলিয়া যা'ক, অবসর সই ॥

শাল্ব। অবসর কথা হেথা বল মন্ত্রিবর,
অম্বা অম্বা সদা করে হৃদয় ভিতর ॥

রাজগণ মাঝে আমি হই পরাজয়
এখন জীবিত ভীষ্ম অম্বাপতি রয়॥

মন্ত্রী। পরপত্নী অম্বা এবে,—নির্ম্মধু-কমল
পরভুক্তমালা অম্বা—পরস্নাত জল॥

শাল্ব। জিঘাংসা আমার কিন্তু হয় না শমিত
সামান্য কৌরব করে শাল্ব পরাজিত!
অপমান শেলসম বাজে বক্ষঃতলে
খসিবে সে শেল ভীষ্ম বিনিহত হ'লে॥

মন্ত্রী। কৌশলে ভীষ্মের নাশ করিব, রাজন্,
প্রকাশ্য সংগ্রামে কোন নাহি প্রয়োজন॥

শাল্ব। সেদিন যাহার পুরী লুণ্ঠিত হইল
সেই আজি শাল্বজিৎ গৌরব লভিল॥
তার দর্প, তার দম্ভ, আমি রহি নত,
উদ্ধারিব কীর্ত্তি কিম্বা যুদ্ধে হব হত॥

প্রতিহারী। (প্রবেশ) মহারাজের জয় হউক। হস্তিনা হইতে কুরুপুরোহিত সমাগত।

শাল্ব। দেখ মন্ত্রি, তার দর্প কত বাড়িয়াছে।
অমনি সংযুগ তরে দূত প্রেরিয়াছে॥
আততায়ী ভীষ্ম হয়, সহ্য নাহি হয়
সাজাও সাজাও সব সেনানী নিচয়॥
গর্ব্ব তার খর্ব্ব করি—ধুই পুরী জলে
করিব শমিত মম জিঘাংসা অনলে॥

মন্ত্রী। ভীষ্ম এত ত্বরা রণ ঘোষণা করিল।

শাল্ব। অবশ্য হবার জানি অগ্রণী হইল॥

মন্ত্রী। আমরাও প্রস্তুত আছি। (প্রতিহারীর প্রতি) পুরোহিতকে আসিতে বল। (প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত)

শাল্ব। রাজেন্দ্রবর্গসম্মুখে আমি তাহাকে তখনি বলিয়াছিলাম, "দেবব্রত, বনে সন্ন্যাস ব্রতের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিও, আমি অবশ্য তোমার দস্যুবৃত্তি শাসন করিব।"

মন্ত্রী। শুনিয়াছি দেবাপি এখনও জীবিত আছেন। কৌরবগণ তাঁহাকেই যথার্থ রাজা বলিয়া জানেন। আমরা দেবাপির সন্ধান লইয়া তাঁহাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া হস্তিনা আক্রমণ করিব এবং অনায়াসে শান্তনুবংশ বিনিপাত করিয়া বিগতক্রোধ হইব।

শাল্ব। কিন্তু মন্ত্রি

অগ্রণী হইল ভীষ্ম এলাজ আমার
শশাঙ্কে কলঙ্ক সম, নহে যাইবার॥

২য় মন্ত্রী। আমার বিবেচনায় আমরাও ত্বরায় হস্তিনায় যুদ্ধঘোষণা করিয়া দূত পাঠাই। ক্ষত্রিয়গণ জানিবেন আমরাই প্রথমে আহ্বান করিয়াছি।

৩য় মন্ত্রী। কৌরব দূতের কথা না শুনিয়াই তাহাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দি, তাহা হ'লে আমাদের যুদ্ধ বার্ত্তা প্রথম প্রচারিত হবে।

২য় মন্ত্রী। অথবা তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখা যাউক।

১ম মন্ত্রী। আমার বিবেচনায় ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। যে কীর্ত্তিলাভের জন্য আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, দূতকে অসম্মান করিলে রাজন্যসমাজে সে কীর্ত্তিলাভ হইবে না। বরঞ্চ তাহাকে সমাদর করিয়া গুপ্তবিষয় অনুসন্ধান করিব।

শাল্ব। অপমান বা নিরোধ আমার মত নয়; তবে ভীষ্ম আমাকে অগ্রে আহ্বান করিয়াছে ইহা আমি শুনিতে অভিলাষ করি না।

২য় মন্ত্রী। মিষ্ট কথায় তাহাকে ফিরাইয়া দি।

১ম মন্ত্রী। দৌবারিক, হস্তিনাপুরোহিতকে অদ্য অপেক্ষা করিতে বল। আমি তাহার সহিত এখনই সাক্ষাৎ করিতেছি।

২য় মন্ত্রী। সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক কি? সত্বর আমাদের দূত যাউক। পুরোহিতের যাহা বলিবার থাকে হস্তিনায় বসিয়া সেই দূতের নিকট বল্‌বে। এখানে কিছু জানিবার আবশ্যক নাই।

প্রতিহারী। (প্রবেশ) মহারাজের জয় হউক। হস্তিনার পুরোহিত অপেক্ষা করিলেন না।

২য় মন্ত্রী। আমরাও তাহাই চাই।

প্রতীহারী। তিনি এই পত্র দিলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে এক শিবিকা ছিল তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা তুমি সুলোচনার সঙ্গে অবরোধগৃহে প্রবেশ কর। দরিদ্রব্যক্তি লক্ষ্মীর ন্যায়, অধীনজাতি স্বাধীনতার

ন্যায়, নূতনকবি সুখ্যাতির ন্যায়, সম্রাট শাল্ব তোমাকে গ্রহণ করুন।”

৩য় মন্ত্রী। সে কি।

প্রতীহা। আমি ও বুঝিলাম না। পরিচারিকা বলিল, “আপনি দ্বারী দিগকে বলিয়া না দিলে তাহারা আমাদিগকে যাইতে দিবে না।” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “অরে বেটি, রসগোল্লাকে গালে দিয়া গলাকে বলিতে হয় না “গাল তুমি বিস্তৃত হও, আমি ভিতরে যাই।”

১ম মন্ত্রী। এত যুদ্ধ ঘোষণা নহে। ভীষ্ম অম্বাকে পাঠাইয়াছেন।

শাল্ব। আ।

১ম মন্ত্রী। অবশ্য ভীষ্মের কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে।

৩য় মন্ত্রী। অভিসন্ধি কিছুই নাই, সে ভয়ে এরূপ করিয়াছে।

২য় মন্ত্রী! আমরা তাহার উপঢৌকনে তুষ্ট হইব না। অবশ্য তাহাকে শাসন করিব।

শাল্ব। আমি বিবিধ ভাবনায় বিচ্ছিন্ন হইতেছি; এখন সভাভঙ্গ হউক।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)



দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর—শাল্ব, রাণী, দাসী, অম্বা, সুলোচনা।

সুলোচনা। রূপ দেখ, রূপ দেখে যাহা হয় বল।

শাল্ব। হেরিলে মোহিনীমূর্ত্তি চিত্তহারা হই।
ভুলিয়া সমস্ত বিশ্ব চিত্রবৎ রই॥

দাসী। নেলা, তুই আর রূপ রূপ করিস্ না। দেখ দেখি, আমাদের রাণীর নাক কাণ কত বড়। মেয়েমানুষের যা নিয়ে গৌরব, দেখ দেখি, আমাদের রাণীর তা কত বড়।

সুলোচনা। (একটু হাসিয়া) বড় রাজার বড় রাণী কাজেই সব একটু একটু বড়! আমি কি তোমার রাণীর রূপের নিন্দা কচ্ছি।

দাসী। কেন্‌লা, তুই হাস্‌বি কেন?

সুলোচনা। আমি কি কান্দ্‌তে এসেছি? তুমি ভাই রাগ কর কেন? এক আকাশ থেকে জল পড়ে সকলেই ধরে খায়। তোমরাও সুখে আছ থাক, অম্বাও ঘর বর পা'ক!

দাসী। আমাদের ঘাটে আস্‌বে কেন? আমরা গায়ে জল ছিটাব না?

সুলোচনা। মহারাজ, অম্বা ভিক্ষুকের মেয়ে নয়।

শাল্ব। আমি তা জানি।

সুলোচনা। তবে অনাদর কেন?

দাসী। আমাদের রাণী কি ছোট লোকের মেয়ে না? যত বড় মুখ তত বড় কথা?

সুলোচনা। মহারাজ, অম্বার জন্য সমস্ত পৃথিবী লালায়িত হ'য়েছিল। আপনিও লালায়িত হ'য়েছিলেন?

শাল্ব। আমার স্মরণ আছে।

সুলোচনা। তবে এখন এরূপ ভাব কেন।

দাসী। পৃথিবীর লোক লালায়িত হ'লো কি দেখে? এই ছাঁচ? তবে যা'ক্‌না, পৃথিবীতে কত লোক আছে! এখানে কান্দে কেন? রাজা কি আন্‌তে সৈন্যসামন্ত পাঠায়েছিলেন?

সুলোচনা। তুমি ভাই কেন এরূপ কর? তোমার আমার মত কত হাজার লোক এর বাপের ঘরে প্রতিপালন হচ্ছে। আমাদের লোক বুঝে কথা বলা উচিত।

বলি, হেঁলা দাসি, তোমাদের কাশী অঞ্চলের লোক নাকি বড় সতী হয়?

সুলোচনা। মা, বড় ঘরে সবাই সতী। সতী না হ'লে আমাদের রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ দিতে পাত্তেম।

রাণী। (কিঞ্চিৎ হাসিয়া) কৌরবেরা বুঝি সতী হ'লে বিবাহ করেন না?

শাল্ব। (সস্মিত)

দাসী। (হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িল)

সুলোচনা। (কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হ'য়ে, পরে) আমি কথার উত্তর জানি।

অম্বা। (অর্দ্ধস্বরে) ভাই, মাপ কর।

রাণী। পতিসেবা তোমাদের দেশে খুব প্রচলিত।

দাসী। (হাসিল)

শাল্ব। অম্বা পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। (বিমর্ষভাবে)

রাণী। কাশীতে না বনে অনেক হাতী পাওয়া যায়?

শাল্ব। সে আসামে। কাশীর অনেক পূর্ব্বে।

রাণী। আমি শুনেছি সেখানকার লোক মেয়ে হাতী অতি যত্নে পোষে। পরে বনে গিয়া ঐ মেয়ে হাতী ছেড়ে দেয়। সে লোভ দেখা'য়ে একটা পুরুষ হাতীকে ভুলা'য়ে পিঞ্জরের মধ্যে ল'য়ে যায়। পরে নিজে কৌশলে বাহির হয়। এইরূপে বন্য হাতীটা ধরা পড়ে।

শাল্ব। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ক্ষত্রিয়কুমারী এমন হয়, কখন শুনি নাই।

দাসী। মলের ভিতর বিষ পূরিয়া ঐ মল দিয়া রাজাকে মেরে উপপতিকে রাজ্য দিয়াছিল, সে কোন্ দেশে?

রাণী। (হাসিয়া) তুই দেখি সব ইতিহাস জানিস্। মহারাজ সে সব বিশ্বাস করেন না। বলিস্ না।

সুলোচনা। অম্বা, আমার আর কথা বেরয় না। তোমার যা ইচ্ছা নিজে বল। যে শ্মশানে শৃগাল ও গৃধিনীতে নরমাংস সর্ব্বদা খায়, সেখানে নবমালিকা রুইতে কার হাত সরে না?

রাণী। মহারাজ, এতও কি সচ্ছেন?

দাসী। (উঠিয়া) আমি পোড়া খ্যাঙ্‌রাটা আনি?

শাল্ব। তোমরা সুখে দেশে যাও, পথে কোন বিপদ নাই। ভীষ্মকে ব'ল। কি তোমাদের ব'লতে হবে না, তোমরা গিয়াই দেখ্‌বে হস্তিনাপুরী শ্মশান হ'য়েছে।

রাণী। ব'লো কুট্‌নী হাতী এ বনে নিষ্ফল।

দাসী। এদের দুজনের নাক কাণ কেটে, এদের দুজনকে শূর্পণখা ক'রে দাও।

শাল্ব। অম্বা, তুমি তরুণ বয়সে অতি সাহসিকা।

অম্বা। (সবাষ্পে) মহারাজ।

শাল্ব। তুমি ভীষ্মকে পতি লাভ করিয়া তাহার অনুরোধে আমাকে বিনাশ করিতে এসেছ।

অম্বা। সে কি, মহারাজ!

শাল্ব। তোমার অতি অল্পবুদ্ধি।

রাণী। কিন্তু সাহস অত্যন্ত অধিক।

অম্বা। আমি ভীষ্মের মুখও দেখি নাই।

শাল্ব। কিন্তু প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছ।

রাণী। নিতান্ত গূঢ় অভিপ্রায় না থাকিলে এরূপ রূপবতীকে ভীষ্ম কি ছাড়িয়া দিতে পারে?

দাসী। ওগো, সে অভিপ্রায় ক্রমে জন্মিয়াছে। প্রথমে রোকের মাথায় এর জন্যে প্রাণ দিতে গেল; কিন্তু হাতে পেয়ে নিয়ে শুইল না। এ কথা কে বিশ্বাস করবে করুক। যে দুটা গোডিম্ব সে দুটা ভাইকে দিয়াছে।

অম্বা। ভীষ্ম চিরকুমার।

রাণী। অনেক চিরকুমার সন্ন্যাসী সেবাদাসী রেখে থাকেন, তাহাতে তাঁদের ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না।

শাল্ব। তোমাকে শূর্পণখা করাই উচিত।

রাণী। কুলটাকুলের স্মরণচিহ্নস্বরূপ অন্ততঃ একটা লোহার দাগ ইহার কপালে দেওয়া ভাল।

অম্বা। মহারাজ, আমার কি অপরাধ?

শাল্ব। তুমি পরম অসতী।

অম্বা। মহারাজ, আমি তাহা কখনই নয়।

শাল্ব। তুমি আমাকে বিষ দিয়া মারিতে আসিয়াছ!

অম্বা। আমি কখন সে জন্য আসি নাই।

শাল্ব। ভীষ্ম তোমাকে এইজন্য পাঠাইয়াছে।

অম্বা। আমি তোমাকে পতি বলিয়া জানি, স্বয়ম্বরে তোমার গলায় মালা দিয়াছি। এই জন্য আমি নিজে আসিয়াছি।

শাল্ব। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

অম্বা। মহারাজ, আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর। আমি যাবজ্জীবন তোমার সেবা করিব। যদি ভীষ্ম তোমার শত্রু হয় আমি তাহাকে শত্রু বিবেচনা করিব। আমি তোমার ছায়া হইব।

শাল্ব। তুমি আমার পুরী হইতে চলিয়া যাও। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।

অম্বা। কোথায় যাইব? এ মুখ কাহাকে দেখাইব?

শাল্ব। যথায় ইচ্ছা। (নিষ্ক্রান্ত)

রাণী। যেতে বলে গেলেন, তোমরা যে ব'সে রইলে?

দাসী। তোমরা বেরও, আমাদের এ ঘরে কাজ্ আছে।

রাণী। ভাল, এরা দেখি জায়গা জুড়ে ব'সে রইল? (দাসীর প্রতি) এদের যেতে বল। (নিষ্ক্রান্তা)

দাসী। তোমরা যাও।

সুলোচনা। (অম্বার প্রতি) চল, আমরা দেশে যাই।

অম্বা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল)

রাণী। (উকি দিয়া) এরা এখনও যায় নি?

মন্ত্রী (উকি দিয়া দাসীর প্রতি) তুমি এদের বের ক'রে দাও।

দাসী। তোমরা যাবেনা ? ভাল !

সুলোচনা। চল, আমরা হস্তিনায় যাই। তাঁহারা সেখান হ'তে তোমায় কাশীতে পাঠাবেন।

অম্বা। আমি এ মুখ দেশে কেমন ক'রে দেখাব ?

মন্ত্রী। তুমি এদের বের ক'রে দিতে পাল্লে না ?

দাসী। তোমরা উঠ। (সুলোচনার হাত ধরিল)

অম্বা। (কান্দিতে কান্দিতে উঠিল)

কোথা যাই, কোথা আছে, বল দেবগণ,
মানবসকাশে, কিম্বা বিজন কানন ॥
পতির চরণ ছায়া দিলে না আমায়
পরিত্যক্তা অনাথিনী এবে কোথা যায় ?
উষর জীবন ধরি জগতে কি ফল ?
দহিব এ দেহ, দগ্ধ বাসনা সকল ॥

(নিষ্ক্রান্তা)





সপ্তম অঙ্ক

হিমালয় পর্ব্বতে।

কাশীরাজ ও মহিষী।

মহিষী। মহারাজ, অম্বা তরে বিদরে হৃদয়
দেখাও আমারে ত্বরা কোথা অম্বা রয়॥
অম্বার সরোজমুখ করি দরশন
প্রফুল্ল হউক মোর বিমর্ষ নয়ন॥
মা ব'লে আমারে অম্বা ডাকুক—তা কর
চল ত্বরা যথা অম্বা কন্দর ভিতর॥

কাশীরাজ। প্রিয়তমে, সমাশ্বস্তা হও, ধীরে চল,
ক্লান্তা তুমি, প্রাণেশ্বরি, পথও ভয়াল॥
কত উচ্চ গিরি প্রস্থ নিম্ন কি গভীর!
উপলমণ্ডিত যেন বৈতরণী তীর॥
ঘনশ্বাস বহে তব, চরণ কাতর,
ধীরে, প্রিয়ে, এই পথ আর ভীমতর॥

মহিষী। এই ভীমদেশে অম্বা সুচারু হাসিনী;
এ ভয়াল পথে সেই মরালগামিনী॥

কোকিল নাদিনী তাই বনে সে কি রয় !
দেবী, তাই বন্যমাঝে নয় তার ভয় ॥
মানব-পাবনী অম্বা ত্যাজি লোকালয়
ভারতের লক্ষ্মী যেন ম্লেচ্ছের আশ্রয় ॥
পশিয়াছে অম্বা কি বা শোকের সাগর
কত দুঃখ ভাসায়েছে নবীন অন্তর ॥
কাশীর প্রথমা কন্যা দিব্য রূপবতী
অল্প শোকে কাননে কি পশেছে যুবতী ॥
মহারাজ ত্বার শোক বিহ্বল আমায়,
তব কন্যা সন্ন্যাসিনী, অনাথিনী, হায় ॥
তব পার্শ্বে রহি আমি কত সুখ করি !
আমার নবীনা অম্বা শোকে বনচরী ॥

কাশীরাজ। বল'না বল'না, প্রিয়ে শোক-হুতাশন
দ্বিগুণ দহিছে হেরি তোমার বদন ॥
অম্বাকে নিরখি আগে আনি তাকে ঘর
দেখিবে দুহিতা অম্বা কার—তার পর ॥
শাল্বকে বাঁধিয়া আনি দিব অম্বা পায়,
সামান্য যবন তুচ্ছে মোর কন্যকায় ?
যত তার মন্ত্রীকুল সবে বিনাশিব।
ভস্মসাৎ শৌভপুরী অবশ্য করিব ॥
অপমানে হত যত অম্বার হৃদয়
বর প্রতি তার স্নেহ কভু তত নয়।

মহিষী। অবসন্ন জানু, নাথ, চলে না চরণ।
শ্বাসযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত, সরে না বচন॥
ফাটিগেল বক্ষঃস্থল, ব'স প্রাণেশ্বর।
হবে না আমার শক্তি উঠিতে উপর॥

কাশীরাজ। ব'স তবে, প্রাণেশ্বরি, এ গিরিগুহায়।
মৃদুল পবন হেথা জীবন জুড়ায়॥
দেবদারু তৃপ্তকরে ক্লিশিত নয়ন।
ভিতরে না পশে হেথা ভানুর কিরণ।

(নিষ্ক্রান্ত)

গিরিপ্রান্তে ; অন্যদেশে।

অম্বা। ত্যাজিব জীবন, কান্ত, ত্যাজিলে আমায়
আমার কর্ম্মের দোষ, দুষি না তোমায়॥
সপত্নী রহুক সুখে, সুখে রহ তুমি
পিতার হবনা শোচ্যা, যাব স্বর্গ ভূমি॥
যাব চলি যাবৎ না পশে মম মনে,
তব অমঙ্গল চিন্তা শোক প্রলোভনে॥

* * * *

তটিনি, নিকটে আয় ; বিমল সলিলে
শুনিয়াছি পাপ যায় গাহিত হইলে॥
শরীরের যায় জ্বালা, মলা রাশি যায় ;
যে তাপে অবলা জ্বলে তাও কি লো যায়॥
গিরির নিতম্বে হয়ে রজত-মেখলা
আনন্দে চলিয়া যাও মুখরা চঞ্চলা॥

ক্লান্তা আমি, ধীরে যাও, হও স্নেহবতী
প্রবেশিব তব অঙ্গে, গিরি স্রোতস্বতি ॥
সাগরে যাইবে যবে, কহিও তাহায়
অনাথিনী অম্বা আজি শেষ নেয়ে যায় ॥
পতির সহিত যবে হইবে মিলন
পতির অভাবে ক'বে অম্বার মরণ ॥
বহুদেশ ভ্রমি তুমি যথা উল্লাসিনী
যাইছ স্বামীর পাশে হ'য়ে উন্মাদিনী ॥
সেইরূপ, চিন্তাহীনে, আমিও ছিলাম
পাই পাই করে শেষে নাহি পাইলাম ॥

(নিষ্ক্রান্তা)

কাশীরাজ ও মহিষী অপরশৃঙ্গে।

মহিষী। জ্বলিছে আগুণ অই শিখর উপরে
অই দেশে বুঝি মোর অম্বা বনে চরে ॥
অই দেখ দিব্যরূপা অপ্সরী মূরতি
যাইছে শিখর পানে ধীরে ধীরে গতি ॥
অনুপম কেশপাশ ঝুলিছে পিছনে
সুগন্ধে বাসিত যাহা ক'রেছি যতনে ॥
অম্বার মরাল গতি চিনি, প্রাণনাথ,
চল শীঘ্র। অম্বা, অম্বা—অদৃশ্যা হঠাৎ ! !

কাশীরাজ। দেবভূমি, প্রিয়তমে, এই বনরাজি
বাষ্পহেথা নৃত্যকরে আনন্দে বিরাজি ॥

কখন দেখায় দৃশ্য, কখন আবরে
ত্যাজে পৃথিবীর মায়া যোগী যাহা স্মরে ॥
মহিষী। আবার, আবার, কান্ত মলিনবদনা
দেখ অম্বা গিরিতটে দেখনা, দেখনা ॥
আকাশের পানে চাহি জুড়ি দুই কর
বলিছে কি কথা যেন বিদরি অম্বর ॥
এই স্নান করিয়াছে শোভিছে বদন
শরদে সুন্দর যথা তব উপবন ॥
কি দুঃখ তোমার মনে ? রাজকন্যা তুমি,
বর চাও ? যাকে চাও, তাকে দিব আমি ॥
কাশীরাজ। দেখিলাম, অম্বা ব'লে মনে যেন হয়।
মহিষী। অম্বা অম্বা, নাথ, অই দাঁড়ায়ে নিশ্চয় ॥
ত্বরা চল, ত্বরা চল, বিলম্ব করোনা
কোন পথ শীঘ্র নাথ ? সে পথে চলনা ॥
কাশীরাজ। প্রিয়তমে, গিরিপথ নিতান্ত সঙ্কুল।
দেখিতে নিকটে, কিন্তু যেতে হয় তুল ॥
মহিষী। আমার ক্রন্দন অম্বা কেন বা শোনে না ?
দেখে না এদিকে চেয়ে মা ব'লে ডাকে না ॥
দেখ, দেখ, মহারাজ, অগ্নিপার্শ্বে জ্বলে,
অগ্নিকে ডাকিয়া অম্বা যেন কিছু বলে ॥
দৌড়াও, নিবাও অগ্নি, মনে হয় ভয়,
পাগলিনী অম্বা মোর, কাঁপিছে হৃদয় ॥

আবার আসিয়া মেঘ ঢাকিল ধরণী,
ধর মোরে, প্রাণেশ্বর, হেরিনা সরণি ॥
(তিমির মাঝে নিষ্ক্রান্তা)

অম্বা। (অগ্নিপার্শ্বে)
রোমে রোমে যে যাতনা লভিলাম আমি
দেবব্রত, সে যাতনা পাবে না কি তুমি ?
বাহুবলে মত্ত হ'য়ে হরিলে আমায়
পৌরষ দেখালে বধি অবলা বালায় ॥
জ্বলিলাম বিনাদোষে আমি তব তরে
লভিলাম মর্ম্মব্যথা কোন ক্ষতি ক'রে ?
কহ শাস্ত্র, গড় নীতি, ধর বাহুবল
সহিতে জন্মেছি সহি রমণীমণ্ডল ॥
বিচার এ ভূমিতলে পাবনা আমরা
দেখুন তাঁহারা কিন্তু আকাশে যাঁহারা ॥
(ঊর্দ্ধে দেবগণকে প্রণাম করিল)
(অগ্নির প্রতি)
জ্বল হুতাশন করিবে দহন
তোমায় বরিবে কাশীজা আজ।
আর্য্যনারীগণ জুড়াতে যাতন
আশ্রয় লভেহে তোমার মাঝ ॥
দেব, আর্য্যসতী জানে তোমাপতি
তুমিই সতীত্ব রক্ষিত কর।

অল্পবয়ঃ মম বুঝিনা ধরম
বিপদে আমায় তুমিই ধর ॥
তোমার বাসনা, অনল, হলোনা
মানুষে আমায় করিতে দান ॥
মানবে ভুঞ্জিব মানবী হইব
চাও না হে তুমি, লও তবে প্রাণ ॥
রুধিরে রুধির মিলাও শরীর
মেদপেশি জ্বেলে স্ফুলিঙ্গকর ॥
অন্তরে যে বহ্নি, জ্বলিতেছে, বহ্নি,
তোমার তেজেতে মিশিয়ে ধর ॥
নবীন এ দেহ স্পর্শে নাই কেহ
তোমায় হে আজি উৎসর্গ করি।
নৃপতি দুহিতা নৃপতি যাচিতা
যাচিয়া হে আজি তোমায় বরি ॥

পুষ্পমালা গাঁথিতে গাঁথিতে বৃক্ষান্তরে অদৃশ্যা)

। পর্ব্বতের এক দেশে। অহো, আমি কি পাপীয়ান্! পাপীয়ান্ রাক্ষসাচার, তোমার শিষ্যের শিক্ষা দেখ! বিষদিগ্ধ শরে কোমলহৃদয় আমি আহত করিয়াছি! কেন স্বয়ম্বর হইতে আমি অম্বাকে অপহরণ করিলাম! অগ্রে অম্বাকে অন্বেষণ করা, পরে যে কোন প্রকারেই হউক শাল্বের দ্বারা তাহাকে গ্রাহিত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাল্ব অতি নিকৃষ্ট মনুষ্য। সে কি নারীরত্ন চিনিতে পারে? অথবা

কেন শাল্বকে নিন্দা করি, আমার ন্যায় নিন্দনীয় কাজ পূর্ব্বে এ পৃথিবীতে কে করিয়াছে ? আর্য্যধর্ম্ম অবগত থাকিয়াও আমি মোহবশতঃ অপধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছি। দম্পতিযুগলের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াছি। ভাগ্যক্রমে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াও আমি কার্য্যদোষে নিষাদাধম হইয়াছি। (নিষ্ক্রান্ত)

শাল্ব। (পর্ব্বতের অন্যদেশে) শুনিয়াছি এই বনে প্রিয়তমা আসিয়াছেন। লোকে বলিতেছে তিনি সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন। গোপালগণের মুখে তাঁহার পথ জানিলাম। কিন্তু বহু পরিশ্রম করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। হায়, আমি কি হতভাগ্য ! আমি পুণ্যে পাপ, চন্দ্রে বিষ আরোপ করিয়াছি ! আমি অম্বার সতীত্ব সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়াছি ! স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমি তাঁহাকে কুবাক্য বলিয়াছি ! অপমান করিয়াছি ! আমি কঠোর প্রস্তর, আমি সেই মৃগশাববিনিন্দিত শোকবাষ্পিত অনুপম নয়নযুগল হেরিয়াছি, আমি তাঁহার মুগ্ধবিলোকিত দর্শন করিয়াছি, তথাপি নির্দ্দয় হইয়া নির্লজ্জবাক্য বলিয়াছি ! তাঁহার সতীত্বের, আমার মুর্খতার, তুলনা নাই।

প্রাণেশ্বরি, ক্ষমা করি দাও দরশন
দয়াবতী তুমি, দয়া কর বিতরণ॥
আকাঙ্ক্ষা এখন এই হৃদয় মাঝারে
কান্দিয়া তোমার পাশে বুঝাই তোমারে॥

যতগুণ তব, আমি অগুণজ্ঞ তত
অপাত্রে, প্রেয়সি, তব আশারাশি হত ॥

(নিষ্ক্রান্ত)

ভীষ্ম। (সানুপার্শ্বে) অহো, কি ভয়ানক দৃশ্য ! শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে ! পুষ্পময়ী ষোড়শী বালিকা অদ্য আমার দোষে এই নির্জ্জন কন্দরে জ্বলিয়া মরিতেছে ! ঐ শৃঙ্গ এতদূর, যে সাধ্য নাই নিকটে চাই। হায়, অমরা যুগপৎ কি আশ্চর্য্য-বলী ও দুর্ব্বল ! অনায়াসে বিপুল অপকার করিতে পারি, কিন্তু বিন্দুমাত্র সংশোধন করিতে পারি না ! সম্পূর্ণ নিরপরাধে পুণ্যশীলা রাজকুমারী জ্বলিয়া মরিতেছে ! সূর্য্যের উত্তাপ যাহার শরীরে অসহ্য হইয়াছে সে পুড়িয়া অঙ্গার হইতেছে ! যাহার অনাময়ের নিমিত্ত বহু স্বস্ত্যয়ন হইয়াছে সে নবীন জীবন অবহেলায় ত্যাগ করিতেছে ! হে ভীষ্ম ! এ কৃতি কাহার ? যিনি তোমা অপেক্ষা বলবান, যাঁহার ফুৎকারে এই পর্ব্বতকুল, এই গ্রহমণ্ডিত ধরণী লাজশকলের ন্যায় উড়িয়া যায়, যাঁহার বিচারে পক্ষপাতিতা নাই, যিনি দয়ার আধার, দুর্ব্বলের বন্ধু, যাঁহার অস্ত্র পরশুরামের অস্ত্র অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, যাঁহার নিকট তুমি ও অম্বা সমান,হে ভীষ্ম! অপহরণের কালে তুমি কি তাঁহার কথা স্মরণ করিয়াছিলে ? কোন্ রাক্ষসী মায়া, কোন্ মূঢ় দেশাচার তোমাকে মোহিত করিয়াছিল ? কিম্বা শৌর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিলে ; পরিণাম ভাব নাই ? মাতর্গঙ্গে ! তুমি পূত-সলিলা, আমি মলস্বরূপ। আর্য্যবীর প্রসবিনী বসুন্ধরে ! আমার

বলে লজ্জিত হও; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি প্রাণাত্যয়েও কখনও নারীজাতির সম্মুখে সামর্থ্য প্রকাশ করিব না। যে বলের অত্যাচারে অম্ব, তুমি আজি প্রাণ ত্যাজিলে, সে বল আমি কখনও অসমকক্ষ ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করিব না। যে যাতনা তুমি সহিলে আমি যেন তাহা অপেক্ষা তীব্রতর যাতনা সহ্য করি। ধীরে ধীরে রোমে রোমে যাতনিত হইয়া অত্যাচারী ভীষ্মের জীবন নির্গত হউক। হে বিশ্বপতি বরুণ! হে দয়াপ্রবণ ঋষিগণ! হে ভারতপাবনী গঙ্গে! আমার আন্তরিক আক্ষেপ শ্রবণ কর। আমাকে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে অম্বার তীব্রকারণা স্মারিত করিয়া অমানুষসহনীয় ক্লেশে ক্লিশিত করিয়া আর্য্যভূমি হইতে অপসারিত কর। অবলাগণের দাম্পত্যসুখে আর যেন কেহ কখন বিরোধী না হয়।

(নিষ্ক্রান্ত)

শাল্ব। (শৃঙ্গান্তরে) বিদর বিদর হিয়া বিদর ধরণী,
জ্বলিয়া অঙ্গার হও সগিখ্নি অবনি।
নিখিল পুরুষজাতি হৌক ভস্মসাৎ!
নারী প্রতি পুরুষের না রহুক হাত॥
যত কুমন্ত্রণা আছে সব দূরকর।
প্রবঞ্চক না রহুক বসুধা ভিতর॥
অহো মোর অত্যাচার! হায় ধিক্ মোরে!
দলিয়াছি পদতলে কুসুম অন্তরে॥

এরূপ পরমা সতী আমি তুচ্ছ করি
ফেলিয়া অমিশ্র পুণ্যে পাপ বক্ষে ধরি ॥
জ্বলিছ, প্রেয়সি, তুমি তীব্র হুতাশনে
সংক্ষেপে সমাপ্ত করি ললিত জীবনে ॥
হৃদয়ের সবসাধ হৃদে মিটাইলে
পুরুষের স্পর্শসুখ অনলে লভিলে ॥
স্বয়ম্বরে ন্যাস্তা হ'য়ে হ'লে নাথহীনা
নরেশবাঞ্ছিতা, বনে মরিতেছ দীনা ॥
জনেশ দুহিতা জনেশ বাঞ্ছিতা
আজি বিজন বাসিনী ॥
যৌবন ত্বদীয় যুবকুল প্রিয়
ছিল হে, বর বর্ণিনি ॥
আজি অত্যাচারে তুচ্ছি মানবেরে
স্বর্গে চলিলে, ভাবিনি ॥
লোকের লাঞ্ছনা আর সহিবেনা
হবে ভবেশসঙ্গিনী ॥

(নিষ্ক্রান্ত)

অম্বা। উদ্দেশে পিতাকে প্রণাম করি। জননি! উদ্দেশে আমার প্রণাম গ্রহণ কর। অভাগিনী অম্বা তোমাদের শোকের কারণ হ'য়েছিল, সুখের কারণ হয়নাই! জ্বালাইল, তৃপ্ত-করিল না। জন্মভূমি পুণ্যবতি কাশি! তোমাকেও উদ্দেশে প্রণাম করি। তুমি আমাকে মাতার ন্যায় যত্নে বক্ষে ধারণ

করিয়াছিলে, আমি চিন্তাহীন হইয়া তোমার বক্ষে নৃত্য করিয়াছি। হে পৃথিবি, আমায় মাপকর। তোমায় শেষ প্রণাম করি। আমার দেহ তোমায় মিলাও। তুমি সর্ব্বংসহা, আমিও অনেক সহ্য করিয়াছি। তুমি এত দয়াবতী, তোমার পুত্রেরা এত কঠিন কেন ? অথবা তুমি আশ্চর্য্য রূপে পুরুষরূপ গিরি, নারীরূপ নদী বহন করিতেছ ❋ ❋ ❋
এ বিজনে কেহই নাই ! কে বলিবে আমি কোথায় চলিলাম ? কে বলিবে আমার কোন পাপের এই প্রায়শ্চিত্ব হইল। দেবগণ, আমি কোন দেশে চলিলাম আমায় বলিয়া দাও। জীবনে তোমরা আমার সহায় হও নাই ; এখন মরিতেছি ! তোমরাও কি মানুষের মত নিষ্ঠুর হইলে ?দেবীগণ, তোমরাত পুরুষ নও ; কামিনীর প্রতি অত্যাচার তোমরা দেখিতেছ। এই পৃথিবীতে আমি কাহার সুখের অন্তরায় হইয়াছিলাম ? তোমরা দেখিতেছ অন্তিম মুহূর্ত্তে নিকটে দাঁড়াইয়া সান্ত্বনা করিতে আমার কেহই নাই। (দেবিগণের প্রবেশ)

দেবিগণ। আমরা আসিয়াছি।

অম্বা। মানুষী অম্বা সাষ্টাঙ্গে তোমাদিগকে প্রণাম করে।

১ম দেবী। বৎসে ! সুখিত হও। ত্বরায় নূতন বসন গ্রহণ কর।

২য় দেবী। বৎসে ! তোমার কামনাসূত্রবিনির্ম্মিত নারী দেহ রূপ অশৌচ বস্ত্র ত্বরায় এই অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। আমরা তোমাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিয়াছি।

অম্বা। তোমরা কে কে? এত মধুর ভাব আমি অনেক দিন দেখি নাই।

১ম দেবী। সে পরিচয় পরে জানিবে।

২য় দেবী। তুমিও আমাদের মধ্যে একজন হবে।

অম্বা। আমি হব!

৩য় দেবী। বৎসে! আমি তোমা অপেক্ষা অনেক ন্যূন ছিলাম।

৪র্থ দেবী। আমিও তাই।

অম্বা। আমার বড় কৌতূহল হইতেছে।

২য় দেবী। তবে কিঞ্চিৎ শুন। আমি আমার স্বামীকে দেবাচারে পূজা করিয়াছি। তিনি আমাকে সহস্র সপত্নী উপহার দিয়াছিলেন।

অম্বা। হায়, তুমি নৃশংস পুরুষের হাতে জ্বলিয়াছিলে!

৩য় দেবী। পিতা আমায় গৌরী করিয়াছিলেন। আমি কিছুকালমাত্র অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের সেবা করিতে পাইয়াছিলাম।

অম্বা। হায়, তুমি কোন দূষিত দেশে জন্মিয়াছিলে? যে জায়াপতি সুখভোগের জন্য বিধাতা তোমাকে সৃজন করিয়াছিলেন কোন মূঢ়াচার তোমাকে তাহা হইতে নিরাকৃত করিল? আজীবন তুমি কান্দিয়া গেলে! যে ব্যক্তি তোমার জীবন এইরূপে বিফল করিয়া দিল তাহার কি সাধ্য আছে তোমায় পুনরায় ঐরূপ একটী জীবন দিতে পারে? সে যদি এখন তাহার ভ্রম বুঝিয়া থাকে তবে যেন তাহার কি দুঃখ হইতেছে; অথবা সে হৃদয়হীন রাক্ষস। (৩য় দেবী নিষ্ক্রান্ত)

৪র্থ দেবী। বৎসে! আমি বঙ্গে বালবিধবা ছিলাম।

অম্বা। হায় হায়! আর বলিও না। তুমি সেই কশাই দেশে জন্মিয়াছিলে?

২য় দেবী। এখন স্মরিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

৪র্থ দেবী। আর বলিওনা, তাহারা সুখে থাকুক।

অম্বা। সেই হৃদয়হীন জাতির সুখ? সেই নারীরুধির-লোলুপ রাক্ষসগণের আরাম!

৪র্থ দেবী। বৎসে! তুমি এখন জীবনের মায়া ত্যাগ করিলে, জীবনের দুঃখ বিস্মৃত হও। সেই নির্ব্বোধগণকে শাপিত করিও না।

অম্বা। পৃথিবীর সকলে সুখে থাকুক। অবলাকুলের প্রতি অত্যাচার নিবারিত হউক। কামিনীহিংস্র কলুষিত আচার সকল এই ভারত ভূমি হইতে তিরোহিত হউক। আমি এই পবিত্র অনলে বালিকার নূতন দেহ বিসর্জ্জন করিলাম। (পুষ্পবৃষ্টি এবং দৈবালোক)

